

ওয়ার্ডপ্ৰেস টিউটোরিয়াল (প্রাথমিক)

লেখক

আরিফুল ইসলাম শাওন

লেখক পরিচিতিঃ

মোঃ আরিফুল ইসলাম শাওন

জন্ম ১৯৮৯ সালে, রংপুর জেলায়। জন্মসূত্র থেকেই তিনি স্থায়ী ভাবে রংপুরে থাকেন। বর্তমানে হিসাব বিজ্ঞান শাস্ত্র নিয়ে বিবিএস পড়ছেন রংপুর সরকারি কলেজে। পাশাপাশি নিজের ভাল লাগা থেকে তিনি গত ৪ বছর থেকে কয়েকটি সেক্টর নিয়ে সাফল্যের সাথে ফ্রিল্যান্সিং এবং বাংলা ও ইংরেজিতে ভাষায় প্রোফেসনাল ব্লগিং পেশায় জড়িত আছেন। সাথে তাঁর নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা ফ্রীল্যান্স ও আইসিটি ট্রেনিং ফার্ম “Rangpur Source” এর সিইও এর দায়িত্ব পালন করছেন। কাজের ফাঁকে অবসরে তিনি দীর্ঘ ভ্রমণ করতে এবং উপন্যাস/কল্পকাহিনী/ভ্রমণ বিষয়ক গল্প পড়তে ভালবাসেন।

সূচি পত্র

১. ওয়ার্ডপ্রেস কি?
২. ওয়ার্ডপ্রেসের ইতিহাস
৩. লোকাল কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ
৪. সফটওয়্যার দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!
৫. ওয়েব সারভারে ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ
৬. এডমিন প্যানেল পরিচিতি
৭. প্রাথমিক সেটিং সমূহ
৮. প্রোফাইল আপডেট
৯. পোস্ট আপডেট
১০. পেজ আপডেট
১১. বিভাগ পরিচালনা
১২. মন্তব্য পরিচালনা
১৩. ওয়ার্ডপ্রেস থিম ও প্লাগইন কি?
১৪. থিম পরিচালনা ও ইনস্টল
১৫. প্লাগিন পরিচালনা ও ইনস্টল

১. ওয়ার্ডপ্রেস কি?

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের প্রথম পর্বে আপনাদের স্বাগতম। বর্তমানে যারা অনলাইনের সাথে জড়িত, তাদের সাথে ওয়ার্ডপ্রেসকে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার মতো কিছু অবশিষ্ট নেই। তারপরেও যারা একদমই নতুন তাদের জন্য লিখতে শুরু করলাম।



WORDPRESS

ওয়ার্ডপ্রেস বর্তমান সময়ের বহুল ব্যবহৃত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্লগিং সফটওয়্যার। এটি মূলত পিএইচপি এবং মাইএসকিউএল দ্বারা তৈরী এবং নিয়ন্ত্রিত একটি ব্লগিং প্যাকেজ সফটওয়্যার। ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক গুলো সুবিধা রয়েছে, সেগুলো ধাপে ধাপে পরবর্তীতে দেখানো হবে।

কারণ: ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে ওয়ার্ডপ্রেসকে ওপেন সোর্স করে দেয়া হয়েছে যাতে যে কেউ সহজেই তার ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে নিয়ে কাজ করতে পারে। ওয়ার্ডপ্রেস দ্বারা কোনো প্রকার পিএইচপি, মাইএসকিউএল বা এইচটিএমএল জ্ঞান ছাড়াই ওয়েবসাইট বা ব্লগ কয়েক দিনেই তৈরী করা সম্ভব। তবে হ্যাঁ, পেশাগত কাজের মান আনতে হলে আপনাকে অবশ্যই এইচটিএমএল, সিএসএস, পিএইচপি সাথে মাইএসকিউএল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

সুবিধা: ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস প্যাকেজ সফটওয়্যারটি ওপেনসোর্স এবং বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিনামূল্যে অজস্র থীম, প্লাগইন পাওয়া যায় যা আপনার কাজকে করবে আর বেগবান। কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হওয়ায় যেকোন তথ্য সহজেই হালনাগাদ করা যায়। এছাড়াও ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহার বান্ধব, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ইত্যাদি।

ওয়ার্ডপ্রেসের সর্বশেষ ভার্সনটি ডাউনলোড করতে পারেন: www.wordpress.org/download থেকে।

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে আর লিখা নিয়ে আসছি শীঘ্রই।

২. ওয়ার্ডপ্রেসের ইতিহাস!

[২০০৩ সালের ২৭শে মে](#) ওয়ার্ডপ্রেসের স্রষ্টা [ম্যাট মুলেনওয়েগ](#) সর্বপ্রথম এটি প্রকাশ করেন। এবং ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ওয়ার্ডপ্রেস ৩.০ সংস্করণ ৬৫ বিলিয়ন বারের বেশি ডাউনলোড করা হয়েছে। শুরু থেকে এটি ব্লগিং সফটওয়্যার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে অনেক বড় বড় ওয়েবসাইট নির্মাণ করা হচ্ছে।



শুরুর থেকে বলতে গেলে, B2 এবং CAFELOG নামের সংগঠন ওয়ার্ডপ্রেসের অগ্রদূত। ওয়ার্ডপ্রেস তৈরীর পর থেকে ২০০৩ সালের মে মাস পর্যন্ত B2 এবং CAFELOG সংগঠনটি কমপক্ষে ২০০০ ব্লগ হোস্ট করাতে চেয়েছিল। ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টি পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্ক এবং মাইএসকিউএল ডেটাবেজ এর সমন্বিত রূপ। এটি মাইকেল ভাল্ড্রিঘি কর্তৃক আধুনিকায়ন করা, যিনি বর্তমানে ওয়ার্ডপ্রেস এর ডেভেলপার এবং ওয়ার্ডপ্রেসের অফিসিয়াল অগ্রদূত। সাথে তিনি [বিইভুলুয়েশন](#) প্রজেক্টের এক্টিভ সদস্য।

ওয়ার্ডপ্রেস সর্বপ্রথম ২০০৩ সালে [ম্যাট মুলেনওয়েগ](#) এবং মাইক লিটিল কর্তৃক [বিইভুলুয়েশন](#) এর একটি ছোট প্রোজেক্ট ছিল। আর আমরা বর্তমানে “ওয়ার্ডপ্রেস” যে নামে ধরে বলছি এটা ম্যাট মুলেনওয়েগ এর বন্ধু ক্রিস্টিন সেলেক ট্রিমুলেট এর পছন্দ করে দেয়া নাম।

২০০৪ সালে [Six Apart](#) কর্তৃক তৈরীকৃত আরেক ব্লগিং সফটওয়্যার [Movable Type](#) তাদের ব্যবহার বিধিমালা পরিবর্তন করায় তাদের বেশির ভাগ ব্যবহারকারীরা Movable Type ছেড়ে ওয়ার্ডপ্রেসে পাড়ি জমায়। আর এটি-ই ওয়ার্ডপ্রেসের ভাগ্যকে প্রসারিত করে দেয়।

অক্টোবর ২০০৯, ওপেন সোর্স কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, ওয়ার্ডপ্রেস ২০০৯ সালে তাদের টার্গেটের তুলনায় ওপেন সোর্স কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে অধিক জনপ্রিয়তা এবং সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। আর এভাবেই ওয়ার্ডপ্রেস আজকের বিশ্ব দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে গেছে।

৩. লোকাল কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!

ব্লগিং সিএমএস হিসেবে ওয়ার্ডপ্রেসের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। চাইলেই আপনিও এইচটিএমএল, সিএসএস শিখে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। তবে, ভাল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই পিএইচপি এবং মাইএসকিউএলও জানতে হবে। এখন কথা হল, আপনি দুই ভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। ১. লোকাল কম্পিউটারে, মানে আপনার পিসিকেই ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, এবং ২. রিমোট/ওয়েব সার্ভারে, মানে ইন্টারনেট লাইন ব্যবহার করে। রিমোট সার্ভারে আবার দু'ভাবে সেটআপ করতে পারবেন, ক) সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যালেন থেকে, খ) ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে।

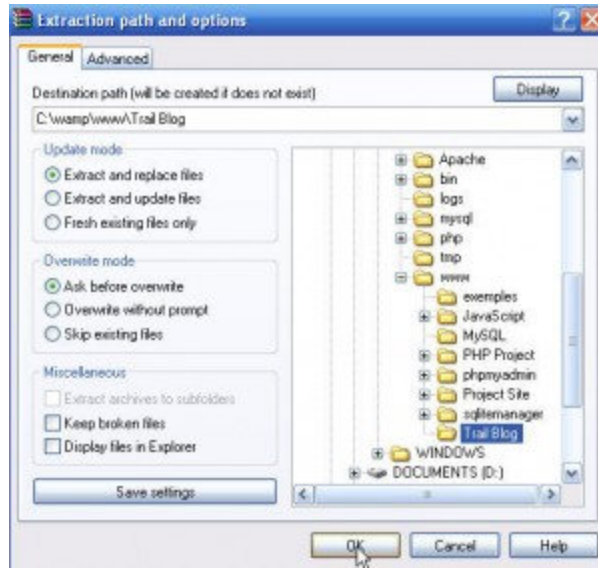
তাই, ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক পর্বের আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি লোকাল কম্পিউটারকে লোকাল ওয়েব সার্ভার বানিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ দিবেন...

১ প্রথমে আপনার কম্পিউটারকে লোকাল ওয়েব সার্ভার বানাতে [WAMP](#) অথবা [XAMP](#) ইন্সটল করে নিন। আপনার কাছে সফটওয়্যার দুটি না থাকলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন [এখানে](#) এবং [এখানে](#) থেকে। অন্যান্য সফটওয়্যারের মতই এর ইন্সটলেশন পদ্ধতি তাই নতুন করে এটা নিয়ে লিখলাম না। (উল্লেখঃ আমি উইন্ডোজ এক্সপি এবং **WAMP** সার্ভার ব্যবহার করে টিউটোরিয়ালটি তৈরী করছি।(আপনাদের কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে জানাবেন)।

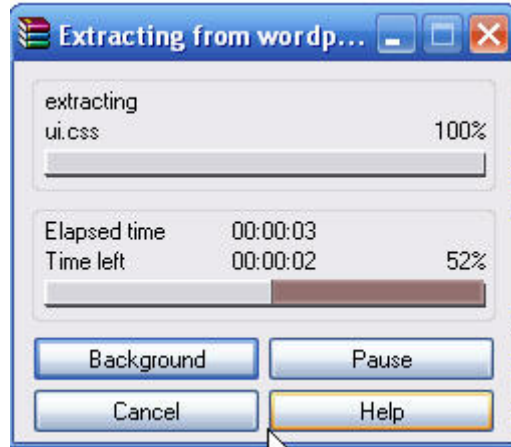
২. ওয়াস্প ইন্সটল করার পর আপনার হার্ডডিস্কের C: ড্রাইভে wamp নামে একটি ফোল্ডার তৈরী হবে। এবং এর ভিতরে www নামের যে ফোল্ডার – টি পাবেন তার ভিতরেই আপনাকে ওয়ার্ডপ্রেস বা অন্যান্য সিএমএস গুলো ইন্সটল করতে হবে। যেহেতু আমরা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করবে তাই ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস সফটওয়্যারটি একটি নতুন ফোল্ডার এর ভিতরে সরাসরি আনজিপ করবো। ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার জন্য আমি www ফোল্ডারের ভিতরে Trail Blog নামের একটি ফোল্ডার করেছি এবং এর ভিতরে ওয়ার্ডপ্রেস আনজিপ করেছি। ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটি [ডাউনলোড করুন এখানে](#) থেকে।

৩. এবার চলুন ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটি Trail Blog ফোল্ডারের ভিতরে আনজিপ করি। আপনার হার্ডডিস্কের যেখানে জিপ করা ওয়ার্ডপ্রেস সফটওয়্যারটি আছে সেখানে চলুন...

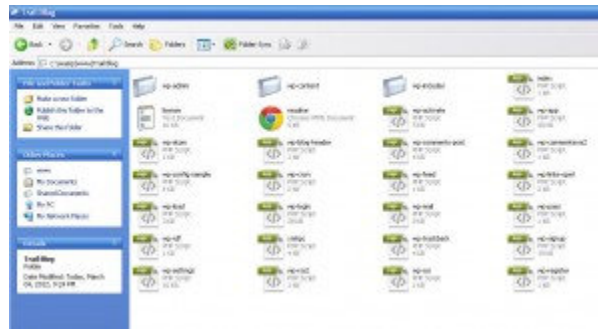
৪. জিপ ফাইলটির উপরেই মাউস রেখে Extract Files... এ ক্লিক করুন। এবার নিচের মতো স্ক্রীন আসলে **My Computer > C: ড্রাইভ > wamp > www > Trail Blog** (ফোল্ডার নামটি আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন।) নির্বাচন করে দিন। নিচের মতো করে ...



৫. OK ক্লিক করার সাথে সাথে আনজিপ হওয়া শুরু হবে। নিচের মতো করে...



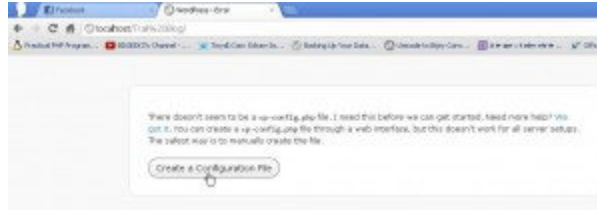
৬. আনজিপ হয়ে গেলে ব্রাউজ করুন আপনার ইন্সটলেশন ফোল্ডারটি। সঠিকভাবে ইন্সটল হলে নিচের মতো ফাইল+ ফোল্ডারগুলো পাবেন...



৭. এবার ওয়েব ব্রাউজারে <http://localhost> লিখে ব্রাউজ করুন। আমি ওয়াম্প এর পুরাতন ভার্সন ব্যবহার করছি তাই আপনাদের আমার স্ক্রীনের সাথে কিছুটা অমিল থাকবে। নয়তো নিচের মতো উইন্ডো আসবে...



৮. সেখানের নিচে থেকে Trail Blog অথবা আপনার দেয়া ফোল্ডার নামে ক্লিক করুন। নিচের মতো পেজ পাবেন ব্রাউজারে... সেখানে থেকে **Create a Configuration File** বাটনে ক্লিক করুন...



৯. আবারো নিচের মতো পেজ পাবেন। **Let's go!** তে ক্লিক করুন...



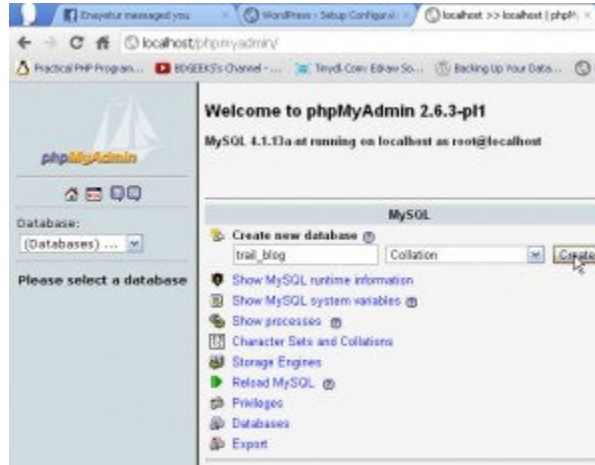
১০. এবার নিচের ইমেজ পাবেন...



Below you should enter your database connection details. If you're not sure about these, contact your host.

Database Name	<input type="text" value="wordpress"/>	The name of the database you want to run WP in.
User Name	<input type="text" value="username"/>	Your MySQL username.
Password	<input type="text" value="password"/>	...and MySQL password.
Database Host	<input type="text" value="localhost"/>	You should be able to get the info from your web host, if localhost not work.
Table Prefix	<input type="text" value="wp_"/>	If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

১১. আবারো আপনার ব্রাউজারে <http://localhost/phpmyadmin/> ব্রাউজ করুন। নিচের মতো স্ক্রীন পেলে Create a **database** এ আপনার ডাটাবেজের নাম দিয়ে Create বাটনে ক্লিক করুন।



১২. সব কিছু ঠিক থাকলে, এবার আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্টরীর **wp-config-sample.php** ফাইলটি নোটপ্যাড বা ড্রীমওয়েভার দিয়ে ওপেন করুন। এবং নিচের দেখানো পদ্ধতিতে শুধু **database** নামে দিয়ে ফাইলটি সেভ করুন।

```

/** MySQL settings - You can get this info from your web host **/
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'trail_blog');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

```

১৩. এবার নিচের মতো করে ডেটাবেজ নাম, ডাটাবেজ হোস্ট ঠিকানা, টেবিল প্রিফিক্স দিন। আর হ্যাঁ উইজার নাম এবং পাসওয়ার্ড অবশ্যই ফাঁকা রাখবেন। তারপর **Submit** ক্লিক করুন।



The image shows a WordPress installation screen for database connection details. It features the WordPress logo at the top and a heading: "Below you should enter your database connection details. If you're not sure about these, contact your host." There are five input fields: "Database Name" (with "trail_blog" entered), "User Name", "Password", "Database Host" (with "localhost" entered), and "Table Prefix" (with "wp_" entered). Each field has a small explanatory text to its right. At the bottom left, there is a "Submit" button.

১৪. নিচের মতো পেজ আসলে **Run the install** এ ক্লিক করুন।



The image shows a WordPress installation screen with the heading: "All right sparty! You've made it through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database. If you are ready, time now to..." At the bottom center, there is a "Run the install" button.

১৫. নিচের মতো পেজ আসলে আপনার সাইট টাইটেল, উইজার নেম, পাসওয়ার্ড, ইমেইল ঠিকানা দিয়ে শেষে **Install WordPress** বাটনে ক্লিক করুন...



The image shows a WordPress installation screen titled "Welcome" and "Information needed". It says: "Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later." There are five input fields: "Site Title" (with "Trail Blog" entered), "Username" (with "admin" entered), "Password" (with "*****" entered), "Your Email" (with "dishaone@rangpursource.com" entered), and a checkbox for "allow my site to appear in search engines like google and technorati". At the bottom, there is an "Install WordPress" button.

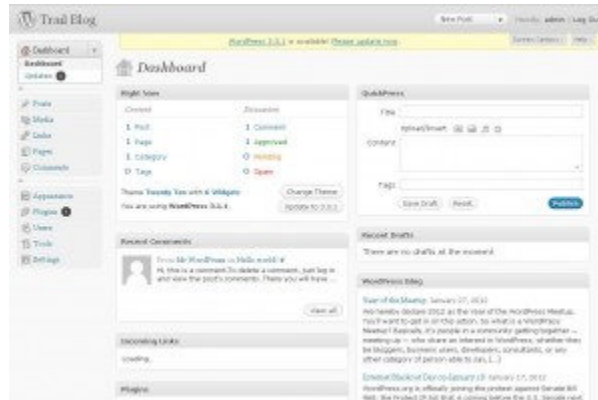
১৬. কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল হবে এবং আপনার সামনে ইন্সটল সফল হয়েছে এমন বার্তাসহ পেজ উপস্থিত হবে নিচের মতো...



১৭. উপরের **Log In** বাটনে ক্লিক করুন, নিচের মতো লগিন পেজ পাবেন ...! উইজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন বাটনে ক্লিক করুন।



১৮. সর্বশেষ আপনার ওয়ার্ডপ্রেস এর **Dashboard** পাবেন নিচের মতো। :D



৪. সফটওয়্যার দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!

ব্লগিং সিএমএস হিসেবে ওয়ার্ডপ্রেসের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। চাইলেই আপনিও এইচটিএমএল, সিএসএস শিখে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। তবে, ভাল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই পিএইচপি এবং মাইএসকিউএল-ও জানতে হবে। এখন কথা হল, আপনি দুই ভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন।

১. লোকাল কম্পিউটারে, মানে আপনার পিসিকেই ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, এবং
২. রিমোট/ওয়েব সার্ভারে, মানে ইন্টারনেট লাইনের এর ব্যবহার করে। রিমোট সার্ভারে আবার দু'ভাবে সেটআপ করতে পারবেন,
 - ক) সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যানেল থেকে,
 - খ) ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে।

গত পর্বে দেখিয়েছি কিভাবে লোকাল কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে হয়। আর তাই, ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক পর্বের আজকে আপনাদের দেখবো কিভাবে আপনি রিমোট/ওয়েব সার্ভারে, অর্থাৎ ইন্টারনেট লাইনের এর ব্যবহার করে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যানেল থেকে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ দিবেন...

১. আপনার হোস্টিং সি-প্যানেল এ ব্রাউজ করুন। আপনার সি-প্যানেল ঠিকানা হবে cpanel.yourdomain.com। yourdomain.com এর জায়গার আপনার ডোমেইন এর নাম লিখুন। আবার নিচের মতো পেজ আসবে(ফ্রী হোস্টিং হলে লগিন পেজের চেহারা অন্যরকম হতে পারে)। সেখানে আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন এ ক্লিক করুন।



২. এবার আপনি আপনার হোস্টিং এর কন্ট্রোল প্যানেলে প্রবেশ করেছেন। সেখান থেকে মাউস নিচের দিকে স্ক্রল করে সফটওয়্যার এবং সার্ভিস(Software/Services) নামের সেকশন থেকে Softaculous এর লিঙ্কে ক্লিক করুন নিচের চিত্রের মতো...



৩. উপরের Softaculous লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনি নিচের মতো Softaculous এর ডিরেক্টরী পেজ পাবেন... এই ডিরেক্টরী থেকে আপনি সকল প্রকার পিএইচপি স্ক্রিপ্ট পাবেন ইন্সটল করার জন্য। যেমনঃ ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা, পিএইচপিবিবি ইত্যাদি।



৪. ওয়ার্ডপ্রেস আইকনের উপরে মাউস হোভার করে Install বাটনে ক্লিক করুন। নিচের চিত্রের মতো করে...



৫. এবার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটলেশন এর পেজ পাবেন সেখানে আপনাকে কিছু ইনফর্মেশন দিতে হবে। নিচের চিত্রের মতো...

Choose Protocol: এখানে আপনি যদি সিকিউর প্রটোকল কিনে থাকেন আপনার সাইটের জন্য তাহলে https:// অথবা

https://www আর যদি সাধারণ প্রটোকল এর সাইট হয়ে থাকে তাহলে http:// অথবা http://www. ।

Choose Domain: এখানে থেকে আপনি আপনার ডোমেইন নির্বাচন করুন।

In Directory: আপনি যদি আপনার মূল ডোমেইন বাদে তবে মূল ডোমেইনের অন্যকোন ডিরেক্টরীতে/ফোল্ডার এ ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে ইচ্ছুক হন তবে In Directory সেটি লিখে দিন। যেমন, আমি লিখেছিঃ test। এই অবস্থায় আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল হয়ে সাইটের ঠিকানা হবেঃ yourdomain.com/test ।

Database Name: এখানে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে জন্য কাজিকত ডাটাবেসের নাম দিন। এই ডাটাবেসেই আপনার ইউজাররা রেজিস্ট্রেশন করলে তাদের তথ্য গিয়ে জমা হয়ে।

Table Prefix: এখানে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই।

Site Name: এখানে আপনার সাইটের নাম দিন। যেমনঃ Tutohost.Com (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Site Description: এখানে আপনার সাইটের বর্ণনা দিন। যেমনঃ Fastest and Reliable Hosting Provider. (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Admin Username: আপনার ইচ্ছামত ইউজার নেম দিন। যেমনঃ admin

Admin Password: আপনার ইচ্ছামত পাসওয়ার্ড দিন। যেমনঃ 123456 (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Admin Email: আপনার ইচ্ছামত ইমেইল ঠিকানা দিন। তবে অবশ্যই ভ্যালিড হতে হবে। কারণ পরবর্তিতে আপনি অনেক কিছু পরিবর্তন করতে এই ইমেইলটি প্রয়োজন হতে পারে। (পরবর্তিতে পরিবর্তন করতে পারবেন)

Language: English.

এবার **Install** বাটনে ক্লিক করুন।

৬. নিচের মতো ইন্সটলেশন প্রোগ্রেস পেজ দেখতে পারবেন...



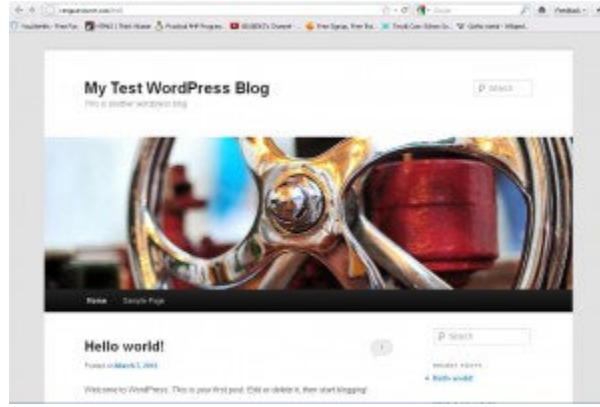
৭. সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি নিচের মতো ওয়ার্ডপ্রেস সফল ইন্সটলেশন বার্তা পাবেন। সাথে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল হওয়া ডিরেক্টরী ঠিকানা এবং ওয়ার্ডপ্রেস এডমিন প্যানেল ঠিকানা পাবেন নিচের মতো...



৮. সাথে আপনি এডমিন ইমেইল হিসেবে যে ইমেইলটি ব্যবহার করেছেন সেখানে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইউজার নাম, লগিন পাসওয়ার্ড, এডমিন প্যানেল ঠিকানা সহ একটি মেইল পাবেন নিচের মতো...



৯. এবার আপনার সাইটটির ইউআরএল ব্রাউজ করুন। নিচের ইমেজের মতো দেখতে পারবেন...



৫. ওয়েব সার্ভারে ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ!

ব্লগিং সিএমএস হিসেবে ওয়ার্ডপ্রেসের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে সেটা বলার অনেকে রাখেন না। চাইলেই আপনিও এইচটিএমএল, সিএসএস শিখে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। তবে, ভাল করতে হলে আপনাকে অবশ্যই পিএইচপি এবং মাইএসকিউএল-ও জানতে হবে। এখন কথা হল, আপনি দুই ভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে পারবেন। ১. লোকাল কম্পিউটারে, মানে আপনার পিসিকেই ওয়েব সার্ভার হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে, এবং ২. রিমোট/ওয়েব সার্ভারে, মানে ইন্টারনেট লাইন ব্যবহার করে। রিমোট সার্ভারে আবার দু'ভাবে সেটআপ করতে পারবেন, ক) সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যানেল থেকে, খ) ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে।

গত পর্বে দেখিয়েছি কিভাবে সরাসরি স্বয়ংক্রিয় সিএমএস সফটওয়্যার প্যানেল থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে হয়ে। আর তাই, ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক পর্বের আজকে আপনাদের দেখবো কিভাবে আপনি রিমোট/ওয়েব সার্ভারে ম্যানুয়ালি ডাটাবেজ তৈরী করে ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ দিবেন...

১. আপনার হোস্টিং সি-প্যানেল এ ব্রাউজ করুন। আপনার সি-প্যানেল ঠিকানা হবে cpanel.yourdomain.com। yourdomain.com এর জায়গার আপনার ডোমেইন এর নাম লিখুন। আবার নিচের মতো পেজ আসবে(ফ্রী হোস্টিং হলে লগিন পেজের চেহারা অন্যরকম হতে পারে)। সেখানে আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন এ ক্লিক করুন।

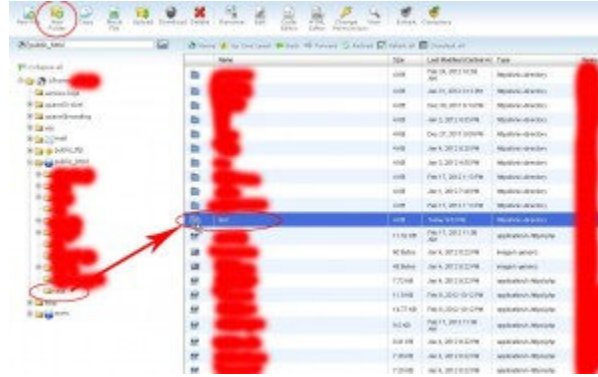
২. সি-প্যানেল হোম পেজ থেকে মাউস স্ক্রল করে নিচের দিকে আসুন। তারপর সেখানের Files থেকে File Manager ক্লিক করুন। নিচের ইমেজ এর মতো...



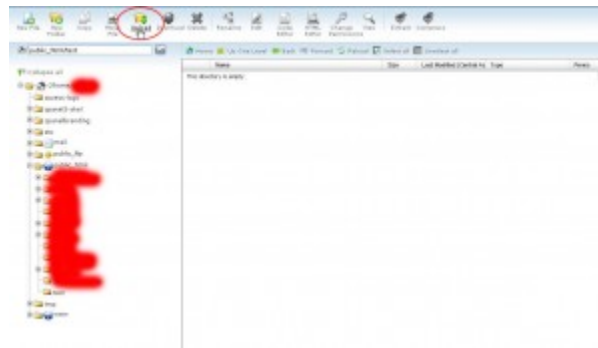
৩. ফাইল ম্যানেজার পপ-আপ বক্স আসলে সেখানে থেকে Public FTP Root (public_html) সিলেক্ট করুন, তারপর Document Root For: থেকে আপনার ডোমেইন সিলেক্ট করে নিচের থেকে Go বাটনে ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটি দেখুন...



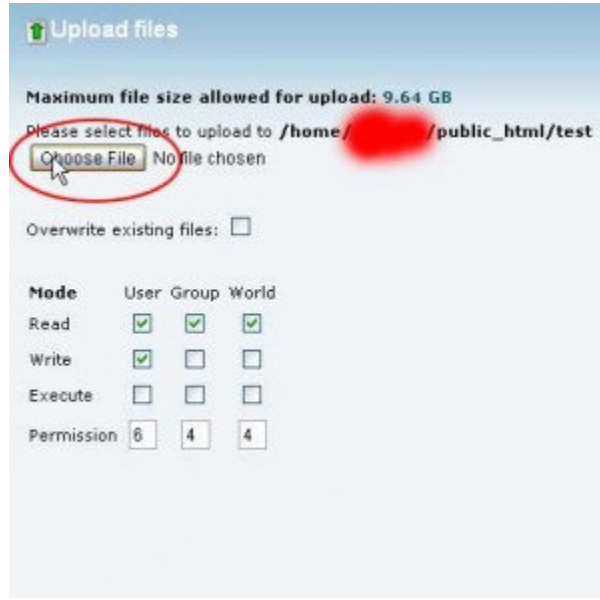
৪. Go তে ক্লিক করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি public_html পেজটি পাবেন। সেখানে থেকে **New Folder** এ ক্লিক করে নতুন একটি ডিরেক্টরি তৈরী করে নিন যেখানে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ করবেন। আমি এখানে Test নামে ফোল্ডার করেছি। নিচের ইমেজটির মতো...



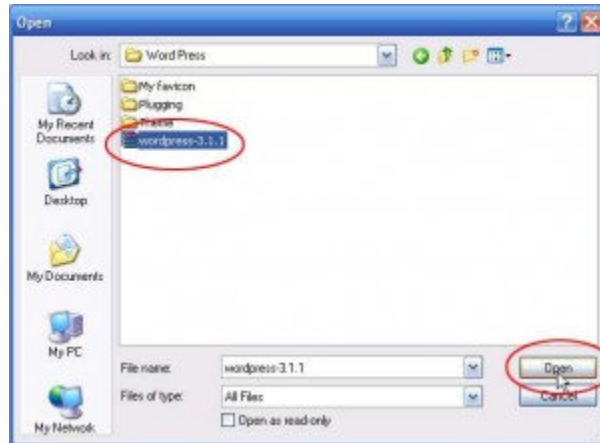
৫. Test ফোল্ডারটিতে প্রবেশ করুন এবং Test ফোল্ডারে ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টি আপলোড করার জন্য Upload লিঙ্কে ক্লিক করুন...



৬. আবার ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস ফাইলটি আপলোড করতে Choose File এ ক্লিক করুন...



৭. আপনার হার্ডডিস্ক থেকে ওয়ার্ডপ্রেস জিপ ফাইলটি Open করুন...



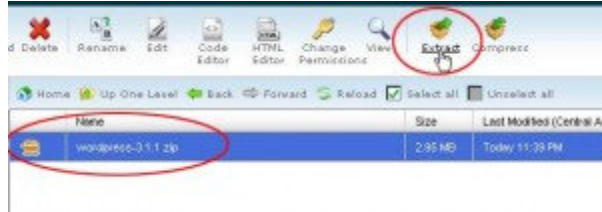
৮. এবার আপলোড শুরু হবে...



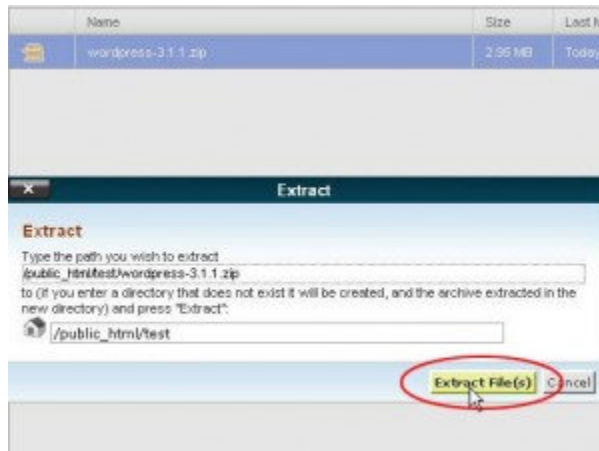
৯. আপনার নেট স্পিড ভাল হলে কিছুক্ষনের মধ্যে আপলোড শেষ হবে...



১০. এবার ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটি সিলেক্ট করে Extract (আনজিপ) ক্লিক করুন...



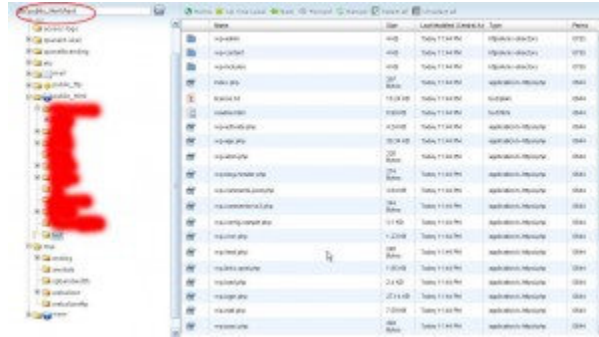
১১. Extract (আনজিপ) পপআপ আসলে Extract File(s) ক্লিক করুন...



১২. Extract (আনজিপ) হয়ে গেলে উইন্ডোটি Close করুন...



১৩. এবার দেখুন আপনার public_html/yourdirectoryname এই ঠিকানায় ওয়ার্ডপ্রেস আনজিপ হয়ে গেছে। আনজিপ হলে নিচের মতো ফাইলগুলো পাবেন...



১৪. এবার আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ইউআরএল-টি ব্রাউজ করুন... আমার ইউআরএল www.rangpursource.com/test ব্রাউজ করে নিচের পেজটি আসবে। Create a Configuration File এ ক্লিক করুন...



১৫. Let's go! ক্লিক করুন...



১৬. এবার যে পেজটি আসবে সেখানে আপনাকে ওয়ার্ডপ্রেস ডাটাবেস, ডাটাবেস ইউজার নেম, ডাটাবেস পাসওয়ার্ড এবং ডাটাবেস হোস্ট দিতে বলবে। বাই ডিফল্ট ডাটাবেস হোস্ট নাম localhost. কোন পরিবর্তন না করে এটাই রাখবেন। কিন্তু আপনাকে এখন অবশ্যই ডাটাবেস তৈরী করতে হবে এবং এটাও মেনুয়ালই-ই করতে হবে যদি ম্যানুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে চান। পরের স্টেপ দেখুন...

১৭. আপনার হোস্টিং হোম পেজের Databases সেকশন থেকে MySQL databases এ ক্লিক করুন...



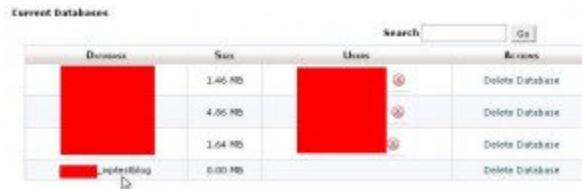
১৮. পরের পেজে Create New Database এ আপনি যে নামে ডাটাবেস তৈরী করতে চান সেটা লিখুন। যে নামটি লিখবেন সেই নামে একই ডাটাবেস যেন আগে তৈরী করা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। এবার Create Database ক্লিক করুন...



১৯. ডাটাবেস তৈরী হয়ে গেলে Go Back করুন...



২১. MySQL Database হোম দেখুন আপনার সদ্য তৈরী ডাটাবেসটি যুক্ত হয়ে গেছে...



২০. MySQL Database হোম থেকে এবার MySQL User যুক্ত করতে হবে। নিচের মতো ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে Create User ক্লিক করুন...



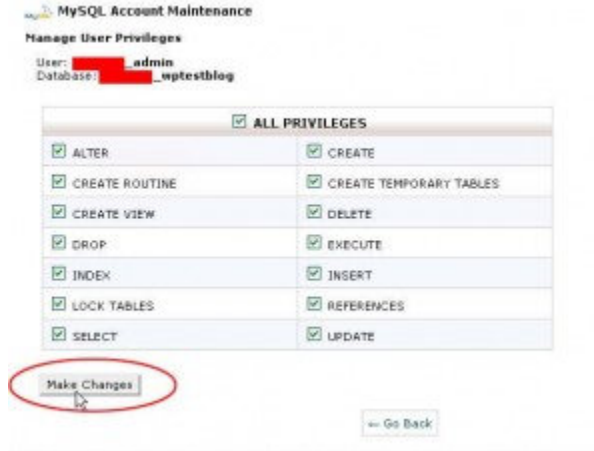
২১. ইউজার তৈরী হয়ে গেলে আবার Go Back করুন...



২২. এবার সদ্য তৈরী করা ইউজার- টিকে কিছুক্ষন আগে তৈরী করা ডাটাবেসে যুক্ত করতে হবে। User এবং Database সিলেক্ট করে Add ক্লিক করুন...



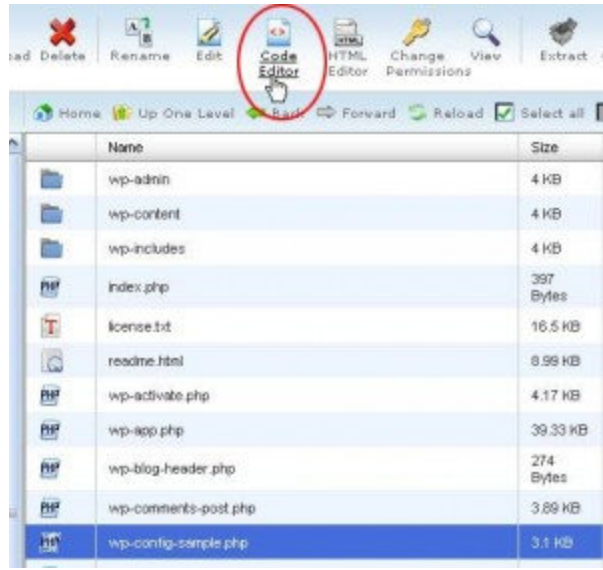
২৩. এবার ইউজার আপনার ডাটাবেসের কোন কোন ডাটা একসেস করতে পারবে তা নির্ধারন করে দিন। এক্ষেত্রে সবগুলো চেক বক্সই চেক করে দিন অথবা All PRIVILEGES সিলেক্ট করে নিচের Make Changes ক্লিক করুন...



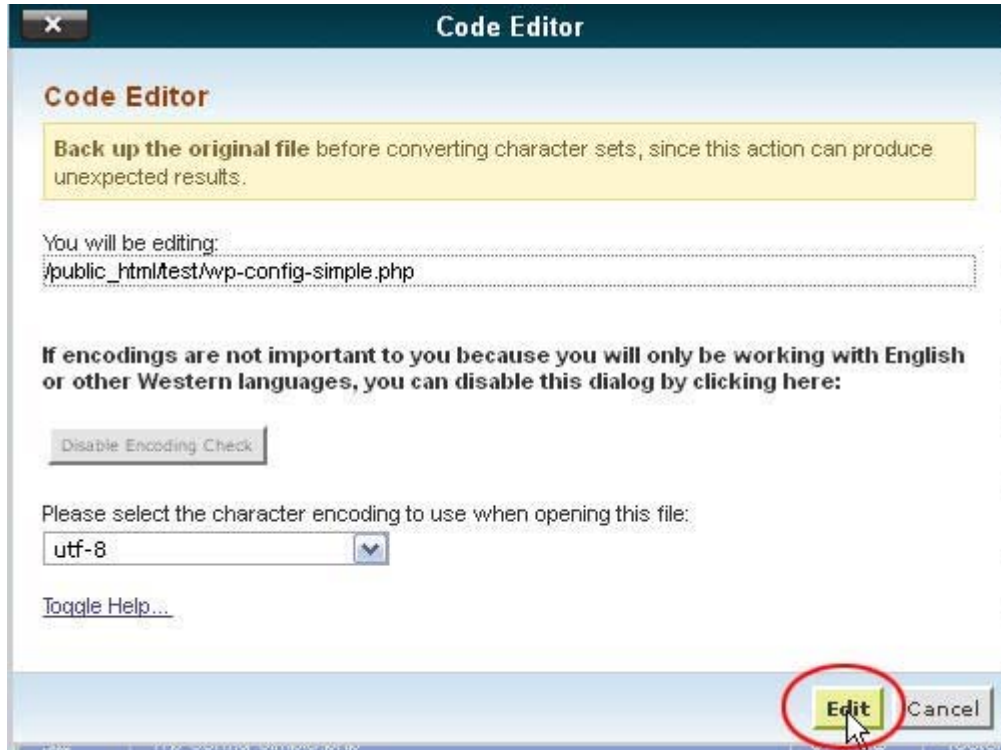
২৪. এবার আপনার তৈরী করা ডাটাবেসে ইউজার যুক্ত হয়ে যাবে...



২৫. এবার আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্টরিতে (public_html/yourdirectoryname) চলুন। সেখানে থেকে ওয়ার্ডপ্রেস wp- config-simple.php কনফিগারেশন ফাইলটি সদ্য তৈরী করা ডাটাবেস এবং ইউজার নাম দিয়ে এডিট করতে হবে। wp- config-simple.php ফাইলটি সিলেক্ট করে Code Editor ক্লিক করুন।



২৬. নিচের পপআপ বক্সটি ওপেন হলে Edit ক্লিক করুন ...



২৭ এবার নতুন একটি পেজে wp- config-simple.php ফাইলটি ওপেন হবে। সেখানে থেকে ডান পাশের উপরে থেকে Use text editor ক্লিক করুন এবং নিচের দেখানো লাইনগুলোতে লাল মার্ক করা জায়গায় আপনার তৈরী করা ডাটাবেস নাম, ডাটাবেস ইউজার নাম, ডাটাবেস পাসওয়ার্ড এবং ডাটাবেস হোস্ট নাম দিন। যেভাবে আমি স্টেপ ১৬ তে বলেছিলাম। নাম দেয়ার হয়ে গেলে ডান পাশের উপরে থেকে Save Changes চেপে ফাইলটি সেভ করুন।


```

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wptestblog');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'admin');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', '123456asdfg$$$');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

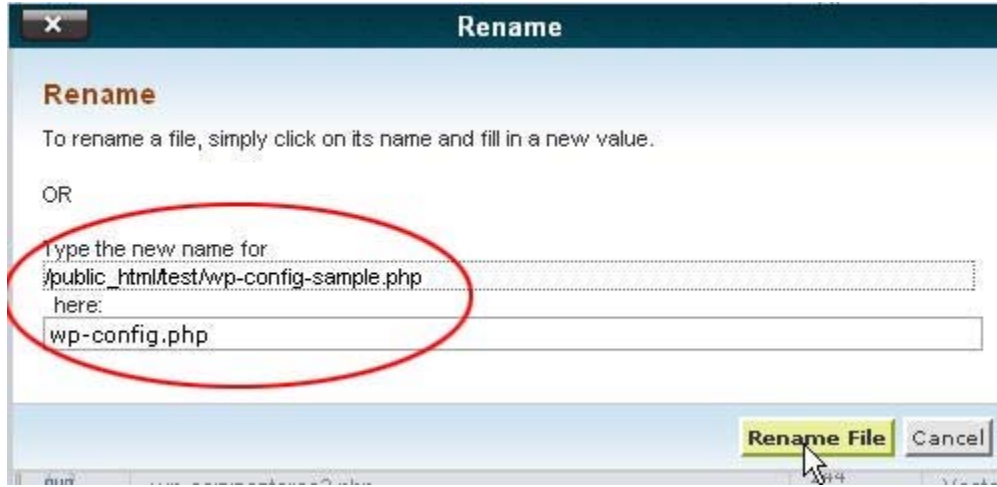
```

২৮. তারপর আপনার public_html/yourdirectoryname ডিরেক্টরিটি রিফ্রেশ করুন।

২৯. এবার wp- config-simple.php ফাইলটির নাম পরিবর্তন করে wp-config.php করতে হবে। সেজন্য wp- config-simple.php ফাইলটি সিলেক্ট করে Rename এ ক্লিক করুন...

Name	Size	Last Modified (Central As	Type	Perms
wp-admin	4 KB	Yesterday 11:44 PM	httpd/unix-directory	0755
wp-content	4 KB	Yesterday 11:44 PM	httpd/unix-directory	0755
wp-includes	4 KB	Yesterday 11:44 PM	httpd/unix-directory	0755
index.php	397 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
license.txt	15.24 KB	Yesterday 11:44 PM	text/plain	0644
readme.html	8.99 KB	Yesterday 11:44 PM	text/html	0644
wp-activate.php	4.24 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-app.php	39.34 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-atom.php	226 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-blog-header.php	274 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-comments-post.php	3.84 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-commentsrss2.php	244 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-config-sample.php	3.09 KB	Today 12:00 AM	application/x-httpd-php	0644
wp-cron.php	1.23 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-feed.php	246 Bytes	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644
wp-links-opml.php	1.95 KB	Yesterday 11:44 PM	application/x-httpd-php	0644

৩০. নিচের পপআপ বক্সটি ওপেন হলে here: লিখার নিচের বক্সে wp-config.php লিখে Rename File ক্লিক করুন...



৩১. দেখুন আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্টরিতে wp-config-sample.php ফাইলটি রিনেম হয়ে wp-config.php হয়েছে।

	wp-comments-post.php	3.84 KB	Yester
	wp-commentsrss2.php	244 Bytes	Yester
	wp-config.php	3.09 KB	Today
	wp-cron.php	1.23 KB	Yester
	wp-feed.php	246 Bytes	Yester

৩২. এবার আসুন ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ পেজে(yourdomain.com/yourwpdirectory)। ক্লিক Run the install...



৩৩. নিচের পেজ আসলে সেখানে আপনার হোস্টিং প্যানেল থেকে তৈরী করা ডাটাবেস নাম, ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে নিচের পেজটি ফিলআপ করুন এবং শেষে Submit ক্লিক করুন...



Below you should enter your database connection details. If you're not sure about these, contact your host.

Database Name	<input type="text" value="wp_testblog"/>	The name of the database you want to run WP in.
User Name	<input type="text" value="admin"/>	Your MySQL username
Password	<input type="text" value="123456asdfg\$\$\$"/>	...and MySQL password.
Database Host	<input type="text" value="localhost"/>	You should be able to get this info from your web host, if localhost does not work.
Table Prefix	<input type="text" value="wp_"/>	If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

Submit

৩৪. সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের পেজটি পাবেন। এখানে আপনার সাইট টাইটেল, ইউজার নাম, পাসওয়ার্ড দু'বার এবং ই-মেইল ঠিকানা দিন (আপনি ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড বাই ডিফল্ট রাখতে পারেন)। এবার Install WordPress ক্লিক করুন...



Welcome

Welcome to the famous five minute WordPress installation process! You may want to browse the [ReadMe documentation](#) at your leisure. Otherwise, just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later.

Site Title

Username

Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods and the @ symbol.

Password, twice

A password will be automatically generated for you if you leave this blank.

Strong

Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers and symbols like ! " ? \$ % ^ &).

Your E-mail

Double-check your email address before continuing.

Allow my site to appear in search engines like Google and Technorati.

Install WordPress



৩৫. কিছুক্ষনের মধ্যে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল শেষ হবে এবং নিচের মতো সাকসেস বার্তা দিবে। সাথে লগিন ইনফরমেশন দিবে। Log In ক্লিক করুন।



৩৬. লগিন পেজ আসলে আপনার ইউজার নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগিন করুন...



৩৭. লগিন সাকসেস হলে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড পেয়ে যাবেন।

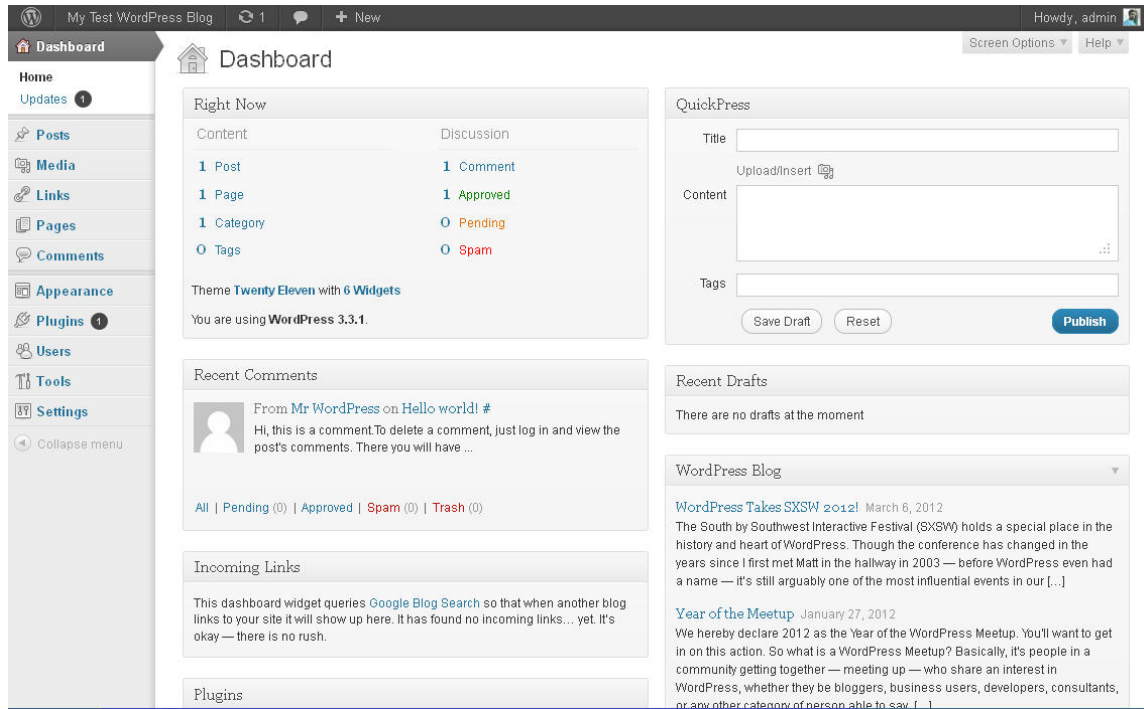
ওয়েব সার্ভারে ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে ম্যানুয়ালি ওয়ার্ডপ্রেস সেটআপ টিউটোরিয়াল পর্ব এখানেই শেষ। পরবর্তিতে পোস্ট আসছে পুরো ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড পরিচিতি পর্ব নিয়ে।

৬. এডমিন প্যানেল পরিচিতি!

ওয়ার্ডপ্রেস এর আজকের টিউটোরিয়ালে স্বাগতম। গত পর্বগুলোতে আলোচনা ছিল ওয়ার্ডপ্রেসের শুরু থেকে কিভাবে আপনার লোকাল পিসিতে, রিমোট ওয়েব সার্ভারে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করবেন সেগুলোর চিত্রভিত্তিক ধারাবাহিক বর্ণনা। আশা করছি এত দিনে সেগুলো ভালভাবে রপ্ত করছেন। আজ থেকে শুরু হবে ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডের/এডমিন প্যানেলের বিস্তারিত আলোচনাসহ আরও অনেক কিছুই। নতুন সেই ধারাবাহিকতায় আজকের আলোচনার বিষয় “ওয়ার্ডপ্রেস এডমিন প্যানেল পরিচিতি”। তো চলুন শুরু করি...

১. প্রথমেই আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লগিন করুন। আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের লগিন পেজ ঠিকানা হবেঃ `yoursitename.extension/wp-login.php`

২. লগিন এর পরে যে পেজটি পাবেন তা নিচের মতো... এটিই হল বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেস সাইট বা ব্লগের ড্যাশবোর্ড প্যানেল।



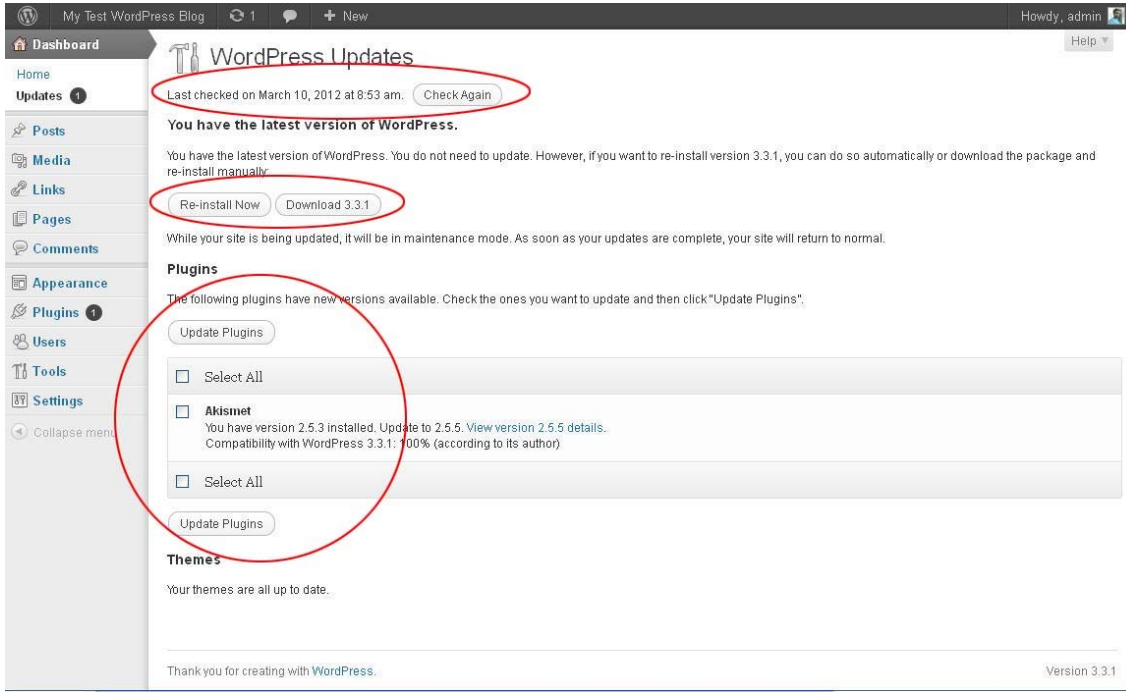
এবার আসুন ধাপে ধাপে ড্যাশবোর্ড এর প্রতিটি সেকশনের সাথে পরিচিত হইঃ

৩. Dashboard: ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লগিন করেই আপনি যে পেজটি পাবেন সেটিকে ড্যাশবোর্ড বলে। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ



ক) Home: এই সেকশনের আওতায় আপনি আপনার সাইটে লগিন করেই যে পেজটি পাবেন তা নিচে দেখানো ড্যাশবোর্ড সেকশনের Home এ ক্লিক করেই আসতে পারবেন ড্যাশবোর্ডের যেকোনো সেকশন থেকে।

খ) Updates: এই মেন্যু থেকে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে আপনার ইন্সটল করা যেকোনো প্লাগিং, থীম এবং ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টির নতুন কোন ভার্সন বের হলে তা জানতে এবং এই পেজ থেকে সরাসরি আপডেট করে নিতে পারবেন।



৪ Posts: ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে নতুন কোন লিখা দেওয়াকে পোস্ট বলে। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ



ক) All Posts: আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগে বা সাইটে যত গুলো লিখা লিখবেন। সেটা সাময়িক সেভ করে রাখুন অথবা পাবলিশ করুন না কেন, সব গুলো All Posts সেকশনে পাবেন। খ) Add New: নতুন করে পোস্ট লিখতে Add New পেজ এর ব্যবহার হয়। গ) Categories: সাইটে লিখার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ করতে চাইলে Categories পেজ এর ব্যবহার হয়। ঘ) Tags: একই ঘরনার লিখা, যেগুলো মূলত পোস্টে লিখার শেষে প্রদর্শন করতে চাইলে Tag এর ব্যবহার করতে হয়। আপনি চাইলে আগে থেকে Tag তৈরী করে রাখতে পারেন। নয়তঃ আপনি পোস্ট লিখার সময়ও উল্লেখ করতে পারবেন।

৫. ব্লগ পোস্টে কোন ছবি, ভিডিও বা অডিও যুক্ত করতে চাইলে Media সেকশনের ব্যবহার হয়। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ



ক) Library: আগে থেকে আপলোড করে রাখা কোন ছবি, ভিডিও বা অডিও Library থেকে পোস্টে যুক্ত করতে পারবেন। খ) Add New: নতুন করে কোন ছবি, ভিডিও বা অডিও যুক্ত করতে চাইলে Add New থেকে যুক্ত করতে পারবেন।

৬. Links: আপনার সাইট থেকে বহির্গামী লিঙ্ক সমূহ এখানে থেকে যুক্ত করতে এবং মুছে দিতে পারবেন। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ



ক) All Links: সাইটের সকল বহির্গামী লিঙ্ক এখানে পাবেন। খ) Add New: নতুন করে বহির্গামী লিঙ্ক তৈরী করতে পাবেন। যেমনঃ ব্লগরোল(Blogroll) গ) Link Categories: বিভাগ অনুযায়ী ব্লগরোল এর মতো আরও লিঙ্ক তৈরী করতে পারবেন এখানে থেকে।

৭. Pages: এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ



ক) All Pages: আপনার সাইটের সকল পাতা এখানে পাবেন। যেমনঃ নীড়, সম্পর্কে, যোগাযোগ ইত্যাদি। খ) Add New: নতুন করে কোন পাতা (Page) এখানে যুক্ত করতে পারবেন।

৮. Comments: এই সেকশন থেকে আপনি আপনার সাইটের সকল মন্তব্য যাচাই-বাছাই, পাবলিশ এবং মুছে দিতে পারবেন।



৯. Appearance: Appearance বা সাজসজ্জা এটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেকশন। এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ



ক) Theme: এখানে থেকে নতুন থীম যুক্ত এবং মুছে দিতে পারবেন। খ) Widgets: এখানে থেকে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের সাইডবারে উইজেট লাগাতে এবং মুছে দিতে পারবেন। গ) Menus: এখানে থেকে নতুন মেন্যু তৈরি করতে পারবেন। যেমনঃ নীড়, নীড়, সম্পর্কে, যোগাযোগ ইত্যাদি। উল্লেখ্যঃ পেজ এবং মেন্যু একই কাজ করে। ঘ) Theme Options: কিছু টাকা দিয়ে কেনা প্রিমিয়াম এবং কিছু ক্ষেত্রে ফ্রী প্রিমিয়াম থীম সহজে কাস্টমাইজেশনের জন্য থীম নির্মাতারা এই অপশনটি সংযুক্ত করে দেন। তবে ৯০ শতাংশ ফ্রী থীমে এই অপশনটি থাকে না। ;) ঙ) Background: সাইটের পটভূমির রং পরিবর্তনের জন্য এই সেকশনটি ব্যবহার করতে পারবেন। চ) Header: কোন থীমে যদি হেডারে ব্যানার ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে তবে আপনি এখানে থেকে নতুন করে ব্যানার যুক্ত এবং মুছে ফেলতে পারবেন। ছ) Editor: আপনার সাইটের সকল ফাইলকে এখানে থেকে সম্পাদন করতে পারবেন।

১০. প্লাগিংস এমন একটি টুলস, যা দিয়ে আপনি অতি সহজেই আপনার সাইটকে কাজক্ষিত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন। এটা নিয়ে পরবর্তি পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করব। এক বালক দেখে নিই এই সেকশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ



ক) Installed Plugging: এখানে আপনি আপনার সাইটে ইন্সটলকৃত সব প্লাগিংসগুলো দেখতে পারবেন। খ) Add New: এখানে থেকে নতুন প্লাগিং যুক্ত করতে পারবেন। গ) Editor: এখানে থেকে যেকোনো প্লাগিংস সম্পাদন করতে পারবেন।

১১. Users: এখান থেকে আপনি আপনার সাইটের ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রন করতে পারবেন।



ক) All Users: এখানে থেকে আপনার সাইটের সব ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রন এবং দেখতে পারবেন। খ) Add New: এখানে থেকে নতুন ব্যবহারকারী তৈরী করতে পারবেন। গ) Your Profile: এখানে থেকে সাইটে আপনার নিজের প্রোফাইল সম্পাদন করতে পারবেন।

১২. Tools: এই সেকশন থেকে আপনি আপনার সাইটের লিখা, ইমেজ, ছবি অন্য ব্লগে নিয়ে যেতে, অন্য সাইট থেকে আপনার সাইটে নিয়ে আসতে এবং বুকমার্ক করতে পারবেন।



১৩. Settings: এই সেকশন থেকে আপনি আপনার সাইটের বিভিন্ন অংশের জন্য সেটিংস করে নিতে পারবেন। যেহেতু পরবর্তী পোস্টেই সেটিংস নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করবো তাই এই পোস্টে নতুন করে কিছু লিখলাম না।



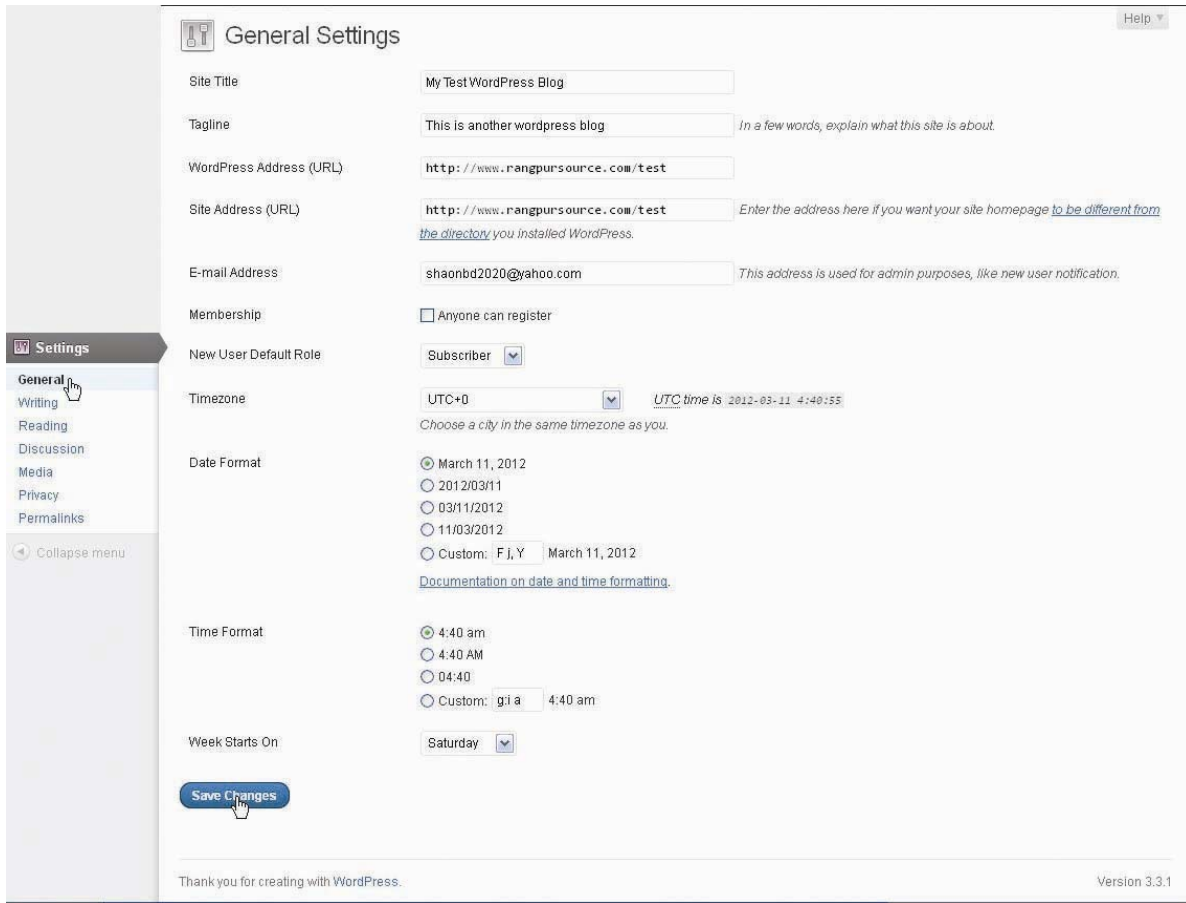
৭. প্রাথমিক সেটিং সমূহ!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড এর পরিচিতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড সেটিংসমূহ নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার পর পরই যে সেটিংসগুলো পাবেন সেগুলো নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের সেটিংস সেকশনের ছবিটি দেখুন...



তো চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই...

১. **General:** নিচের General সেটিংস এর চিত্রটি দেখুন...



এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Site Title: এখানে আপনি আপনার সাইটের টাইটেল দিবেন। যেটি ব্রাউজারে সাইট লোড হবার সময় ব্রাউজারের টাইটেল বারে প্রদর্শন করবে। আপনি চাইলে এখানে থেকে অথবা থীমের header.php পেজ থেকেও সাইট টাইটেল দিতে পারবেন। তবে, কোডিং এর ভাল ধারণা না থাকলে header.php পেজে না যাওয়াই ভাল।

খ) Tagline: এটিও সাইট টাইটেলের সাথেই প্রদর্শন করবে। তবে, সাইট টাইটেলের পরে দেখাবে।

গ) WordPress Address (URL) : এখানে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইট যে ডিরেক্টরীতে ইন্সটল করছেন সেটির ইউআরএল দিতে হবে।

ঘ) Site Address: এটিও WordPress Address (URL) এর মতই কাজ করবে। তবে আপনি যদি আপনার সাইটের হোমপেজকে আলাদা দেখাতে ইচ্ছুক হন সেই ক্ষেত্রে আলাদা ইউআরএল ব্যবহার করতে পারেন এখানে। তবে, ৯৯.৯৯% ক্ষেত্রে WordPress Address (URL) এবং Site Address একই থাকে।

ঙ) Email Address: আপনার সাইট এডমিন হিসেবে যে মেইল ঠিকানা ব্যবহার করতে ইচ্ছুক সেটি এখানে দিতে হবে। এই ঠিকানায় সাইট সম্পর্কিত যেকোনো মেইল, নতুন ইউজার নিবন্ধন করলে তার ইমেইল চলে যাবে।

চ) Membership: আপনি ব্যতীত অন্যকেউ আপনার সাইটে নিবন্ধন করতে পারবে কিনা। সেটিংস্টি চেক মার্ক করা থাকলে নিবন্ধন করতে পারবে। আর আনচেক করা থাকলে নিবন্ধন করতে পারবে না।

ছ) New User Default Role: সাইটে নতুন ইউজার নিবন্ধন করলে তার ভূমিকা কি হতে পারে বা আপনি হিসেবে রাখতে ইচ্ছুক সেটা নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। Administrator = সে আপনার সাইটের সকল ডাটা এক্সেস করতে পারবেন, Editor = সে আপনার সাইটে তার লিখা সরাসরি প্রকাশ করতে, অন্যের লিখা সম্পাদন করতে, সাইটের সকল মন্তব্য সম্পাদন করতে এবং অবাঞ্ছিত মন্তব্য মুছে দিতে পারবে।

জ) Timezone: এখান থেকে আপনার সাইটের আন্তর্জাতিক টাইমজোন ঠিক করে নিতে পারবেন।

ঝ) Date Format: এখানে থেকে আপনার সাইটের তারিখ এর ফরম্যাট ঠিক করে নিতে পারবেন।

ঞ) Time Format: এখানে থেকে আপনার সাইটের টাইম এর ফরম্যাট ঠিক করে নিতে পারবেন।

ট) Week Starts On: এখানে থেকে আপনার সাইটের সপ্তাহের দিন শুরু হবে কোন দিন থেকে এর ফরম্যাট ঠিক করে নিতে পারবেন।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

২. **Writing:** নিচের Writing সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন...

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

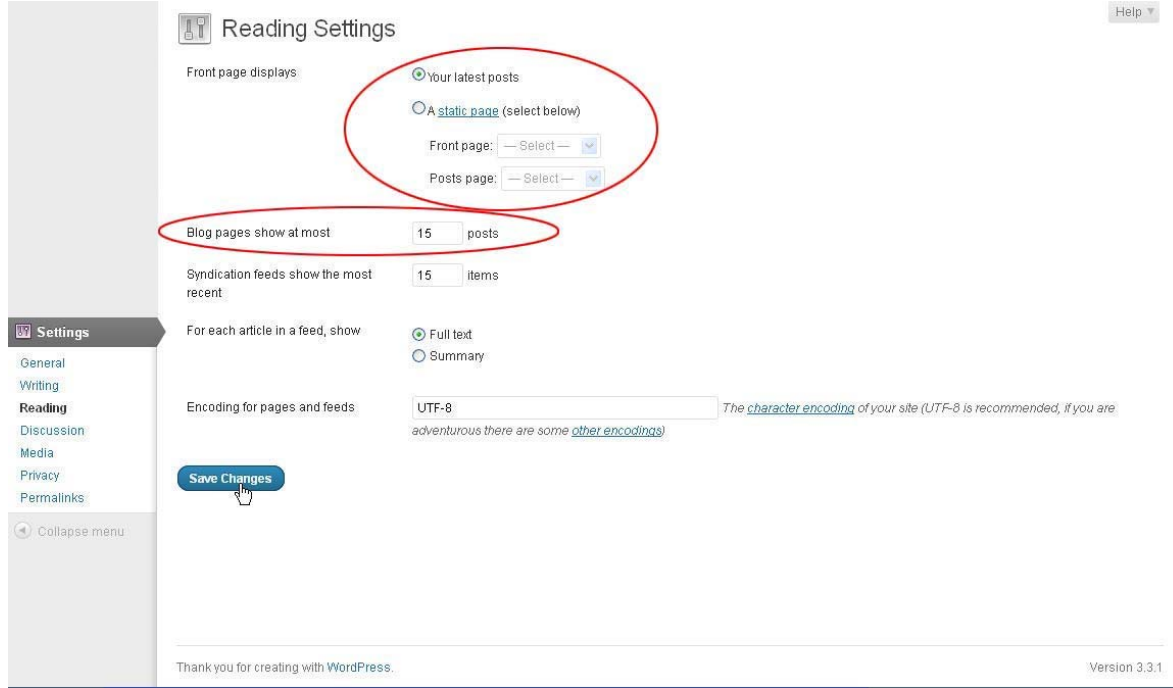
Writing সেটিংস্ এ বেশি কিছু নির্ধারন করার প্রয়োজন নাই। তবে যে কয়েকটি বিষয় নির্ধারন করতে হয় সেগুলোঃ ক) Formatting: এইখানের দুটি চেক বক্সই চেক করে দিতে হবে। আপনি যখন গ্রাফিক্যাল ইমোটিকনের কোড আপনার পোস্টে ব্যবহার করবেন এবং পোস্টে বা মন্তব্যের ঘরে কোন HTML/XHTML কোড ব্যবহার করবেন এইগুলর কোন ভুল হলে তা সয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক করে নিবে আর ইমোটিকনের গ্রাফিক্যাল লুক দেখতে পারবেন।

খ) Default Post Category: আপনার সাইটের লিখা/পোস্টগুলোর জন্য একাধিক বিভাগ থাকতে পারে। আপনি যখন কোন পোস্ট লিখেন তখন তা সয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয় এবং এই Default Post

Category তে যেই বিভাগটি নির্বাচন করা থাকে সেই বিভাগের অধীনে সংরক্ষিত হবে। আপনার ইচ্ছামত Category(বিভাগ) নির্ধারণ করে দিন।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৩. **Reading:** নিচের Reading সেটিংস এর চিত্রটি দেখুন...



এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Front page displays: এই সেটিংসে আপনি দুটি রেডিও বাটন পাবেন। Your latest posts নির্বাচন করা থাকলে আপনি আপনার সাইটে নতুন পোস্ট পাবলিশ করলেই সেগুলো হোম পেজে প্রদর্শন করবে সয়ংক্রিয়ভাবে। A static page (selected below) থেকে কোন পেজ নির্বাচিত থাকলে আপনার সাইটের হোম পেজে সেটাই প্রদর্শন করবে।

খ) Blog posts show at most: এইখানে আপনি যতটা পোস্ট আপনার হোম পেজে দেখাতে চাইবেন তার সংখ্যা লিখে দিবেন। অন্যান্য অপশনগুলোতে হাত না দিলেও চলবে।

এবার সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৪. **Discussion:** নিচের Discussion সেটিংস এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটের মন্তব্য নিয়ে কাজ করতে পারবেন। এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

Discussion Settings

Help ▾

Default article settings

- Attempt to notify any blogs linked to from the article
- Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks)
- Allow people to post comments on new articles

(These settings may be overridden for individual articles.)

Other comment settings

- Comment author must fill out name and e-mail
 - Users must be registered and logged in to comment
 - Automatically close comments on articles older than days
 - Enable threaded (nested) comments levels deep
 - Break comments into pages with top level comments per page and the page displayed by default
- Comments should be displayed with the comments at the top of each page

E-mail me whenever

- Anyone posts a comment
- A comment is held for moderation

Before a comment appears

- An administrator must always approve the comment
- Comment author must have a previously approved comment

Comment Moderation

Hold a comment in the queue if it contains or more links. (A common characteristic of comment spam is a large number of hyperlinks.)

When a comment contains any of these words in its content, name, URL, e-mail, or IP, it will be held in the [moderation queue](#). One word or IP per line. It will match inside words, so "press" will match "WordPress".

Comment Blacklist

When a comment contains any of these words in its content, name, URL, e-mail, or IP, it will be marked as spam. One word or IP per line. It will match inside words, so "press" will match "WordPress".

Avatars

An avatar is an image that follows you from weblog to weblog appearing beside your name when you comment on avatar enabled sites. Here you can enable the display of avatars for people who comment on your site.

Avatar Display

- Don't show Avatars
- Show Avatars

Maximum Rating

- G — Suitable for all audiences
- PG — Possibly offensive, usually for audiences 13 and above
- R — Intended for adult audiences above 17
- X — Even more mature than above

Default Avatar

For users without a custom avatar of their own, you can either display a generic logo or a generated one based on their e-mail address.

-  Mystery Man
-  Blank
-  Gravatar Logo
-  Identicon (Generated)
-  Wavatar (Generated)
-  MonsterID (Generated)
-  Retro (Generated)

[Save Changes](#)

ক) Default article settings:

> Attempt to notify any blogs linked to from the article এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের কোন লিখা যদি অন্যকোন ব্লগ/সাইটে লিঙ্ক হয়ে থাকে সেটার নটিফিকেশন পাবেন আপনার ব্লগ এডমিন ইমেইলে। > Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের কোন লিখা যদি অন্যকোন ব্লগ/সাইটে পিং করে থাকে সেটার নটিফিকেশন পাবেন আপনার ব্লগ এডমিন ইমেইলে। > Allow people to post comments on new articles এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য প্রদান করতে পারবে। যদি আনচেক থাকে তবে মন্তব্য করতে পারবে না।

খ) Other comment settings:

> Comment author must fill out name and e-mail এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য প্রদান করতে চাইলে তার নাম এবং ইমেইল এড্রেস অবশ্যই নির্ধারিত ঘরে দিয়ে মন্তব্য প্রদান করতে হবে। > Users must be registered and logged in to comment এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য প্রদান করতে চাইলে তাকে অবশ্যই আপনার সাইটে নিবন্ধন করতে হবে। > Automatically close comments on articles older than days এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে কেউ লিখা প্রকাশের ১৪ দিন পরে আর মন্তব্য করতে পারবে না। > Break comments into pages with top level comments per page and the page displayed by default Comments should be displayed with the comments at the top of each page এই অপশনে চেক করা থাকলে প্রথম ৫০টি মন্তব্য উক্ত পোস্টের প্রথম পাতায় দেখাবে এবং ৫১ নং থেকে দ্বিতীয় পাতায় চলে যাবে। Comments should be displayed with the comments at the top of each page এই অপশনে older নির্বাচন করা থাকলে নতুন মন্তব্যগুলো পোস্টে সবার শেষে দেখাবে আর যদি newer নির্বাচন করা থাকে তবে নতুন মন্তব্যগুলো পোস্টে সবার আগে এবং পুরাতনগুলো সবার শেষে দেখাবে।

গ) E-mail me whenever:

> Anyone posts a comment এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য করলে সেটা আপনার ইমেইলে চলে যাবে। তবে হ্যাঁ, এডমিন হিসেবে যদি আপনি কোন লিখা পোস্ট করেন তবে আপনার লিখা গুলো যে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে পাবলিশ করবেন সেই অ্যাকাউন্ট ইমেইল ঠিকানায় মেইল পাবেন। > A comment is held for moderation: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকরা মন্তব্য করলে সেটা আপনার ইমেলে চলে যাবে কিন্তু সেটা সরাসরি ব্লগে প্রকাশ হবে না। পোস্টের লেখক সেই মন্তব্য প্রকাশের অনুমতি দিলে তবেই শুধু মন্তব্যটি লিখায়/পোস্টে প্রকাশ পাবে।

ঘ) Before a comment appears:

> An administrator must always approve the comment : এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকদের মন্তব্য আপনার থেকে অনুমোদন পাবার পরে প্রকাশ পাবে। > Comment author must have a previously approved comment: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকের পূর্ববর্তী কোন ১টি মন্তব্য আপনি এডমিন থেকে অনুমোদন পেয়ে থাকলে পরের মন্তব্যগুলো প্রকাশের জন্য আর অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

ঙ) Avatar Display:

> Don't show Avatars: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকের মন্তব্যের পাশে আপনার কোন ছবি ([Avatar](#)) প্রদর্শন করবে না। আভাটর কি কেন এসব সম্পর্কে [বিস্তারিত এখানে](#) দেখুন। > Show Avatars: এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার ব্লগের/সাইটের যেকোন লিখাতে পাঠকের মন্তব্যের পাশে আপনার কোন ছবি(Avatar) প্রদর্শন করবে।

চ) Default Avatar: এই আভাটর অপশনে কয়েক ধরনের আভাটর পাবেন। ৯০% এর বেশি ব্লগাররা এর অপশনে Gravatar Logo নির্বাচন করে।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৫. **Media:** নিচের Media সেটিংস এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটের ইমেজ, ভিডিও সাইজ এবং ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট ইমেজ আপলোড লোকেশন নিয়ে কাজ করতে পারবেন...

Media Settings

Image sizes

The sizes listed below determine the maximum dimensions in pixels to use when inserting an image into the body of a post.

Thumbnail size

Width 150 Height 150

Crop thumbnail to exact dimensions (normally thumbnails are proportional)

Medium size

Max Width 300 Max Height 300

Large size

Max Width 1024 Max Height 1024

Embeds

Auto-embeds When possible, embed the media content from a URL directly onto the page. For example: links to Flickr and YouTube.

Maximum embed size

Width Height 600

If the width value is left blank, embeds will default to the max width of your theme.

Uploading Files

Store uploads in this folder Default is wp-content/uploads

Full URL path to files Configuring this is optional. By default, it should be blank.

Organize my uploads into month- and year-based folders

Save Changes

http://www.rangpursource.com/test/wp-admin/options-media.php | rdPress

Version 3.3.1

এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Image sizes:

> Thumbnail size: আপনি লক্ষ করে থাকবেন। আপনি যখন কোন সাইটে সরাসরি হোম পেজে ব্রাউজ করে প্রবেশ করে থাকেন। সেই সাইটের প্রতিটি পোস্টের বাম পাশে পোস্টের সাথে মিল রেখে একটি করে ছোট ইমেজ প্রদর্শন করে। এটিকেই থাম্বনাইল ইমেজ বলে। মিডিয়ামের Thumbnail size থেকে এটির জন্য প্রস্থ এবং উচ্চতা নির্ধারণ করে দিতে হয়। বাই ডিফল্ট সাইজ থাকে ১৫০x১৫০ পিক্সেল। আপনি চাইলে বাড়াতে কিংবা কমাতে পারেন।

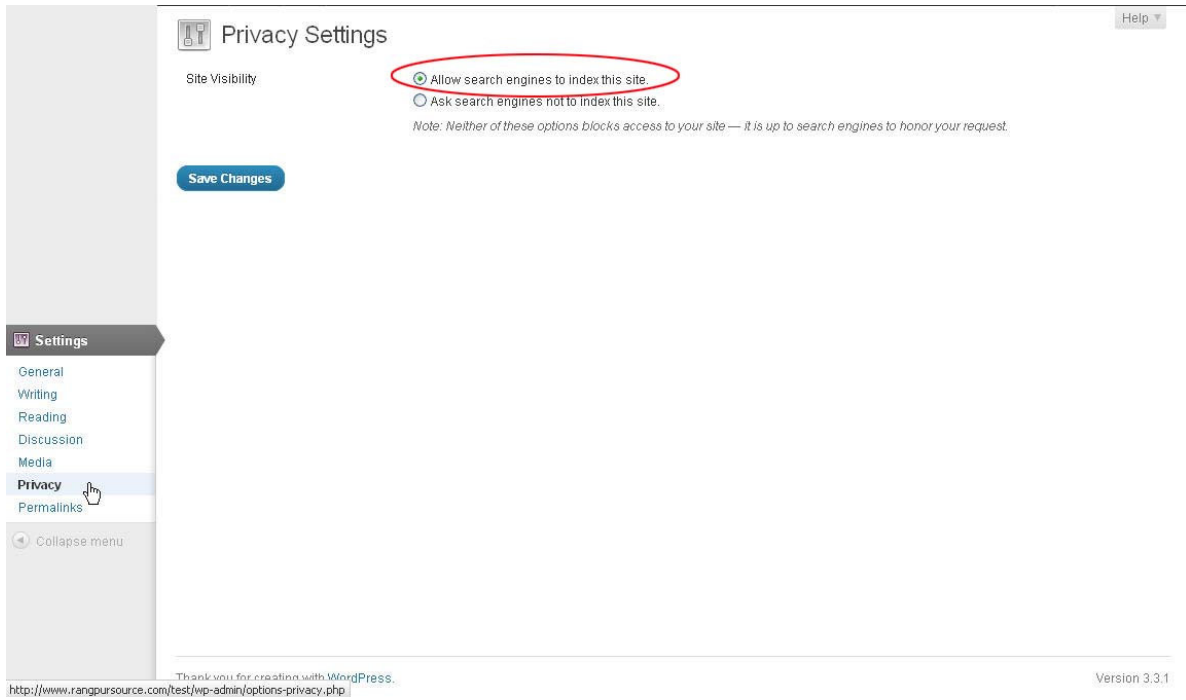
খ) Embeds: এখানে থেকে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্ট এবং পেজে যে ভিডিও গুলো ইনসার্ট করবেন সেগুলোর স্বয়ংক্রিয় সাইজ নির্ধারণ করে নিতে পারবেন।

গ) Uploading Files: এখানে থেকে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্ট এবং পেজে যে ইমেইজ/ছবি গুলো ইনসার্ট করবেন সেগুলোর আপলোড লোকেশন নির্ধারণ করে নিতে পারবেন। সাধারণভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের রুট ডিরেক্টরিতে `yoursite.extension/wp-content/uploads` এই ফোল্ডারে ইমেইজ/ছবি আপলোড হয়ে থাকে। আপনি চাইলে চিত্রে দেখানো Store uploads in this folder এর পাশের ফাঁকা ঘরে আপনার কাঙ্ক্ষিত নামের এবং জায়গায় আপলোড ডিরেক্টরী তৈরী করে নিতে পারেন।

ঘ) Organize my uploads into month- and year-based folders এই অপশনে চেক করা থাকলে আপনার সাইটে যত ইমাগে/ছবি আপলোড হবে সব মাস এবং বছর অনুযায়ী সাজানো থাকবে।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৬. **Privacy**: নিচের Privacy সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটকে সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করা এবং না করা থেকে বিরত রাখতে পারবেন।



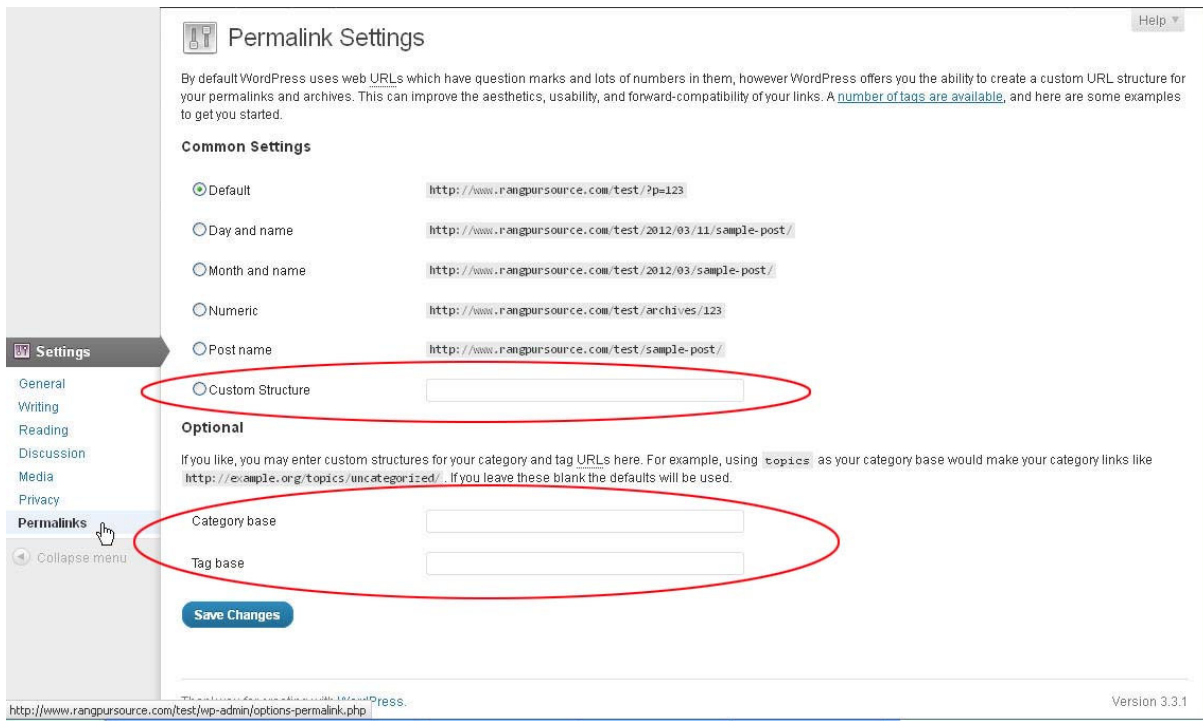
এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Site Visibility:

> Allow search engines to index this site এই রেডিও বক্সটি নির্বাচন করা থাকলে আপনার ব্লগ/সাইটকে যেকোন লিখাকে বা সম্পূর্ণ সাইটকে সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করতে পারবে। > Ask search engines not to index this site এই রেডিও বক্সটি নির্বাচন করা থাকলে আপনার ব্লগ/সাইটকে যেকোন লিখাকে বা সম্পূর্ণ সাইটকে সার্চ ইঞ্জিন ইনডেক্স করতে পারবে পারবে না। তবে এমনটা না যে আপনার সাইট সার্চ ইঞ্জিনে ব্লক থাকবে। সাধরন ভিজিটররা সরাসরি আপনার সাইটকে ব্রাউজ করে দেখতে পারবেন।

সব শেষে **Save Changes** ক্লিক করুন।

৭. **Permalinks:** নিচের Permalinks সেটিংস্ এর চিত্রটি দেখুন... এই সেকশনে আপনি মূলত সাইটের পোস্টের কাস্টম ইউআরএল/ ঠিকানার গঠন তৈরী করে নিতে পারবেন।



এই অপশনে আপনি যা যা পাচ্ছেনঃ

ক) Custom Settings:

> Default, Day and name, Date and month, Numeric, Post name এই পোস্ট স্ট্রাকচার গুলোর পাশের লিঙ্ক গুলো খেয়াল করুন। লিঙ্ক স্ট্রাকচার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। এটি আপনার সাইটকে সার্চ ইঞ্জিনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। আপনার ইচ্ছানুযায়ী উপরের যেকোনো লিঙ্ক স্ট্রাকচার নির্ধারন করতে পারবেন। তবে Custom Structure নির্ধারন করতে চাইলে আপনাকে এই ব্যাপারটি ভাল করে জানতে হবে। তাই, যদি বিস্তারিত জানার আগ্রহ থাকে তবে [ওয়ার্ডপ্রেস.অর্গ এর কাস্টম স্ট্রাকচার এর পেজটি](#) দেখতে পারেন।

খ) Optional: লিঙ্ক স্ট্রাকচারের মতো আপনি চাইলে ওয়ার্ডপ্রেসের ক্যাটাগরি এবং ট্যাগের নামের ভিন্নতা আনতে পারেন। যেমনঃ বাই ডিফল্ট ক্যাটাগরি এর নামে থাকে category এবং ট্যাগ এর নাম তাকে tag। আপনি চাইলে Optional এর Category base এ section বা subject এবং Tag base এ topic বা আপনার পছন্দ মতো লিখা দিতে পারেন। পেজটি সেভ করার পর সাইটের ব্রাউজ করে দেখুন সাইটের বাই ডিফল্ট Category এবং Tag নাম টি পরিবর্তন হয়ে আপনার দেয়া নাম প্রদর্শন করবে।

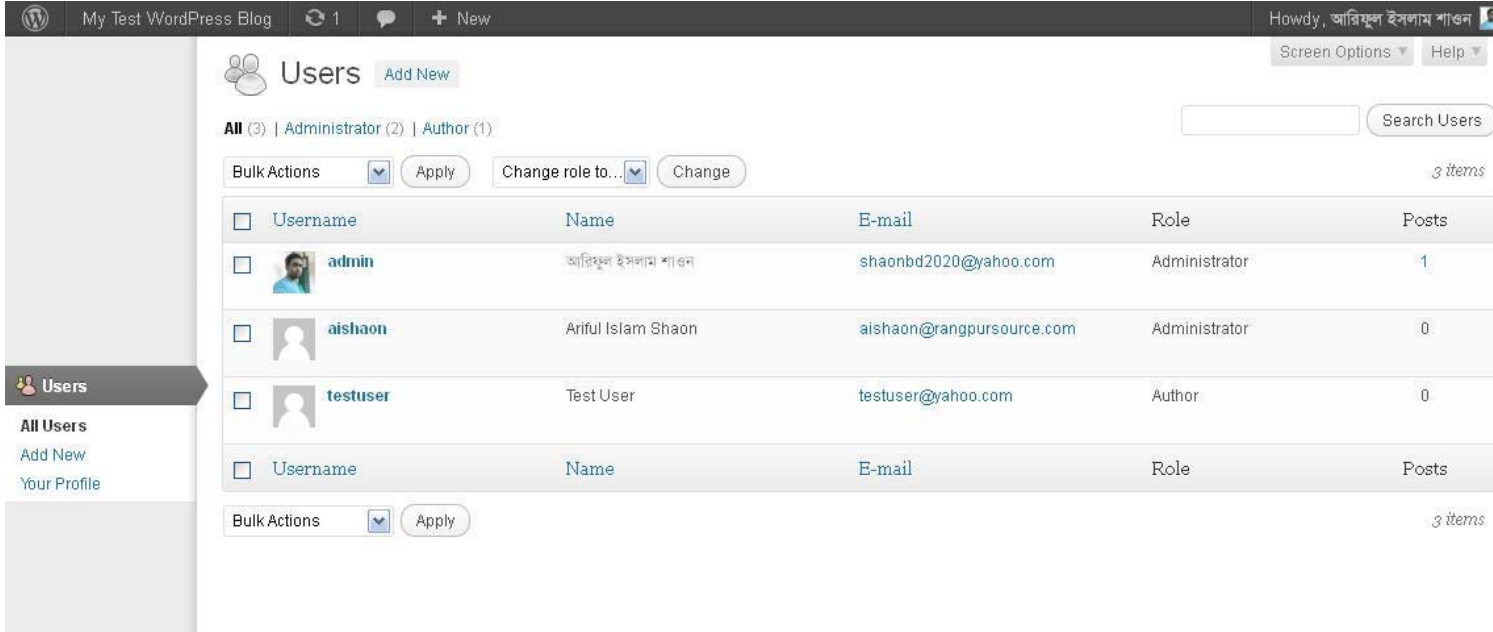
৮. ব্যবহারকারী প্রোফাইল তৈরী এবং আপডেট!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড সেটিংসমূহ নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহারকারী প্রোফাইল তৈরী এবং আপডেট নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার পর পরই ব্যবহারকারী হিসেবে অবশ্যই আপনার প্রোফাইল এর যে সম্পাদনাগুলো করে নিতে হবে সেগুলো নিয়ে চিত্র ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহারকারী(Users) প্রোফাইল সেকশনের ছবিটি দেখুন...



তো চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই...

১. All Users:



উপরের ইমেজের পেজটির মতো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে আপনার সব নিবন্ধিত ব্যবহারকারীকে এই All Users পেজে দেখতে পারবেন তাদের ইউজার আইডি, নাম, ইমেইল, ভূমিকা এবং পোস্ট সংখ্যাসহ। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে ব্যবহারকারীর ভূমিকা কয়েক ধরনের হয়। এগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করবো।

২. Add New:

Dashboard

Posts

Media

Links

Pages

Comments

Appearance

Plugins

Users

All Users

Add New

Your Profile

Tools

Settings

Collapse menu

Help

Add New User

Create a brand new user and add it to this site.

Username (required)

E-mail (required)

First Name

Last Name

Website

Password (twice, required)

Strong Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers and symbols like ! " ? \$ % ^ & .

Send Password? Send this password to the new user by email.

Role

Add New User

Thank you for creating with WordPress.

Version 3.3.1

উপরের ইমেজটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের ব্যবহারকারী নিবন্ধন করার পেজ। আপনি চাইলে যত খুশি ব্যবহারকারী এই পেজ থেকে তৈরী করে নিতে পারেন। ব্যবহারকারী তৈরী করতেঃ Username(অবশ্যই), E-mail(অবশ্যই), First Name , Last Name, Website(ব্যবহারকারী তৈরীর সময় নাম এবং ওয়েবসাইট দেয়া বাধ্যতামূলক নয়), পাসওয়ার্ড(দুইবার বাধ্যতামূলক দিতে হবে) লিখে দিন।

এবার **Send Password?** এর পাশের চেক বক্সে অবশ্যই টিক মার্ক দিবেন। এখানে টিক মার্ক দিলে আপনার নতুন ব্যবহারকারীর ইমেইলে ইউজার নাম, পাসওয়ার্ড এবং লগিন ইউআরএল(ঠিকানা) চলে যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

Role এর পাশের ড্রপডাউন সিলেকশন থেকে আপনি সদ্য রেজিস্টার হওয়া ব্যবহারকারীকে কোন ভূমিকায় রাখতে চান তা নির্ধারন করে দিতে হবে।

Administrator মানে সাইটের প্রশাসক। তিনি সাইটে নিজের লিখা সরাসরি প্রকাশ করা থেকে শুরু করে সকল সেকশনে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। আপনি একাই বা আপনার পছন্দের কাউকে এই ভূমিকায় রাখতে পারেন। সবাইকে এই ভূমিকায় পালনের প্রয়োজন পরে না, এবং কোন সাইটের এডমিনিস্ট্রেটর সবাই হয় না।

Editor মানে সম্পাদক। তিনি সাইটের সকল পোস্ট এবং মন্তব্য সেকশনে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। নিজের লিখা সরাসরি প্রকাশ করতে পারবেন। সবাইকে এই ভূমিকায় পালনের প্রয়োজন পরে না। আপনি একাই বা আপনার পছন্দের একাধিক কাউকে এই ভূমিকায় রাখতে পারেন।

Author নির্ধারণ করে দিলে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টগুলোতে মন্তব্য করতে পারবে এবং তার নিজের লিখা পোস্টগুলো সরাসরি প্রকাশ করে দিতে পারবেন।

Contributor নির্ধারণ করে দিলে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টগুলোতে মন্তব্য করতে পারবেন কিন্তু তার নিজের লিখা পোস্টগুলো সরাসরি প্রকাশ করতে পারবেন না এবং পোস্টগুলো শুধুমাত্র ড্রাফট হিসেবে সাবমিট করে দিতে পারবে।

Administrator হিসেবে সেই পোস্টকে রিভিউ করে পাবলিশ করে দিতে পারবেন।

Subscriber: নির্ধারণ করে দিলে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী শুধুমাত্র ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের পোস্টগুলোতে মন্তব্য করতে পারবে।

সব কিছু ঠিক থাকলে এবার **Add New User** ক্লিক করুন।

দেখুন সাথে সাথে নিচের মতো পেজ দেখাবে...

The screenshot shows the WordPress Users management interface. At the top, there's a 'Users' header with an 'Add New' button. Below it, a yellow notification box says 'New user created.' The main content area shows a list of users. The first user is 'admin' with the email 'shaonbd2020@yahoo.com' and 1 post. The second user is 'aishaon' with the name 'Ariful Islam Shaon', email 'aishaon@rangpursource.com', and 0 posts. The 'aishaon' user is highlighted, and the mouse cursor is over the 'Edit' link. The page also includes a search bar, bulk actions, and a 'Thank you for creating with WordPress.' footer.

Username	Name	E-mail	Role	Posts
admin		shaonbd2020@yahoo.com	Administrator	1
aishaon	Ariful Islam Shaon	aishaon@rangpursource.com	Administrator	0

3. Your Profile: আপনি এই পেজ থেকে আপনার ব্যবহারকারী প্রোফাইল এর তথ্য পরিবর্তন করতে পারবেন।

The screenshot shows a user profile page with the following sections and fields:

- Profile:** Includes a 'Help' link in the top right corner.
- Personal Options:**
 - Visual Editor: Disable the visual editor when writing.
 - Admin Color Scheme: Radio buttons for 'Blue' (selected) and 'Gray'.
 - Keyboard Shortcuts: Enable keyboard shortcuts for comment moderation. [More information](#)
 - Toolbar: Show Toolbar when viewing site.
- Name:**
 - Username: admin (Note: Usernames cannot be changed.)
 - First Name: Ariful Islam
 - Last Name: Shaon
 - Nickname (required): Shaon
 - Display name publicly as: Ariful Islam Shaon (dropdown menu)
- Contact Info:**
 - E-mail (required): aishaon@rangpursource.com
 - Website: http://www.blog.rangpursource.com/
 - AIM: (empty field)
 - Yahoo IM: (empty field)
 - Jabber / Google Talk: (empty field)
- About Yourself:**
 - Biographical Info: Text area with placeholder 'Write your biographical text here...'. Below it, a note says 'Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.'
 - New Password: Two input fields. The first has a hint: 'If you would like to change the password type a new one. Otherwise leave this blank.' The second has a hint: 'Type your new password again.' Below the fields is a 'Strength indicator' and a hint: 'Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers and symbols like ! " ? \$ % ^ & .'
- Update Profile:** A blue button at the bottom left.

Personal Options: এই সেকশনটি বাই ডিফল্ট রাখাটাই ভাল। তাই এটি নিয়ে বেশি কিছু বললাম না।

Name:

> Username রেজিস্ট্রেশনের সময় যা দিয়েছেন সেটাই থাকবে। এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

> First Name, Last Name, Nick Name দিন। এরপর Display name publicly as: এ আপনি First Name, Last Name, Nick Name এ যা দিবেন সেটা অনুযায়ী প্রদর্শন করবে। আপনি Display name publicly as এর পাশের ড্রপডাউন থেকে নির্বাচন করে নিবেন কিভাবে আপনার নাম পাবলিকলি প্রকাশ হবে।

> Contact Info: এখানে আপনার ইমেইল (অবশ্যই দিতে হবে), ওয়েবসাইট ঠিকানা, মেসেঞ্জার আইডি দিতে পারেন।

About Yourself:

> Biographical info: আপনার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারেন। এটা লিখা বাধ্যতামূলক না। > New Password: যদি পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে চান তবে New Password পাশের দুটি ঘরে নতুন পাসওয়ার্ড লিখে দিন।

সব কিছু ঠিক থাকলে এবার **Update Profile** ক্লিক করুন।

ব্যবহারকারী এর ভূমিকা অতিব গুরুত্বপূর্ণ আপনার সাইটের জন্য। আপনি যদি কোন কমিউনিটি সাইট চালানোর ইচ্ছা নিয়ে সাইট তৈরি করে থাকেন তবে ব্যবহারকারী এর সাধারণ ভূমিকা Author রাখতে পারেন। এতে করে যেকোনো আপনার ব্লগে/সাইটে নিবন্ধন করে লিখা শুরু করে দিতে পারবে। তবে প্রতিষ্ঠানিক/ব্যবসায়িক সাইট/ব্লগ হলে আপনি যদি কিছু রেস্ট্রিকটেড করে রাখেন চান যে আপনার অনুমোদন করা ব্যবহারকারীরাই কেবল আপনার সাইটে লিখা প্রকাশের অধিকার পাবে সেক্ষেত্রে Subscriber ভূমিকার রাখতে পারেন। কেউ লিখতে চাইলে বা আপনি লিখার অনুমতি দিলে তার প্রোফাইলকে শুধু মাত্র Author/Contributor হিসেবে আপডেট করে দিলেই হবে।

৯. পোস্ট তৈরি এবং আপডেট!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে ক্যাটাগরী তৈরী করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোস্ট লিখার নিয়ম নিয়ে। অর্থাৎ, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লিখা পাবলিশ/প্রকাশ করবেন কিভাবে সেগুলো নিয়ে চিত্র ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের Posts(পোস্ট)সেকশনের ছবিটি দেখুন...



মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে জেনে নেয়া ভাল...

পোস্ট কি?

পোস্ট হচ্ছে যেকোন লিখা যা আপনি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্পর্কে লিখে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। প্রথমেই বলেছি যেকোনো বিষয়ঃ সেটা হতে পারে আপনার নিজের বা অন্যের সম্পর্কে। সেটা যে শুধু মাত্র টেক্সট ভিত্তিক হবে এমনটা না, পোস্ট হতে পারে লিখা এবং ছবির সমন্বয়ে, হতে পারে লিখা এবং ভিডিও এর সমন্বয়ে। এবার আলাদা ভাবে লিখা, ছবি, ভিডিও দিয়েও হতে পারে। যেমন আমি এই লিখাটি এবং চিত্রের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে এটাকে পোস্ট বলে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। :-)

তো চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই...

ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগিং প্ল্যাটফর্মে পোস্ট প্রকাশ করা তেমন কঠিন কিছু না। তবে নবাগত হিসেবে আপনার কাছে কঠিন লাগবে এটাই স্বাভাবিক। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোস্ট লিখতে নিচের কয়েকটি ধাপ মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করুন...

১. ড্যাশবোর্ডের Posts সেকশন থেকে Add New –তে ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটির মতো দেখুন...

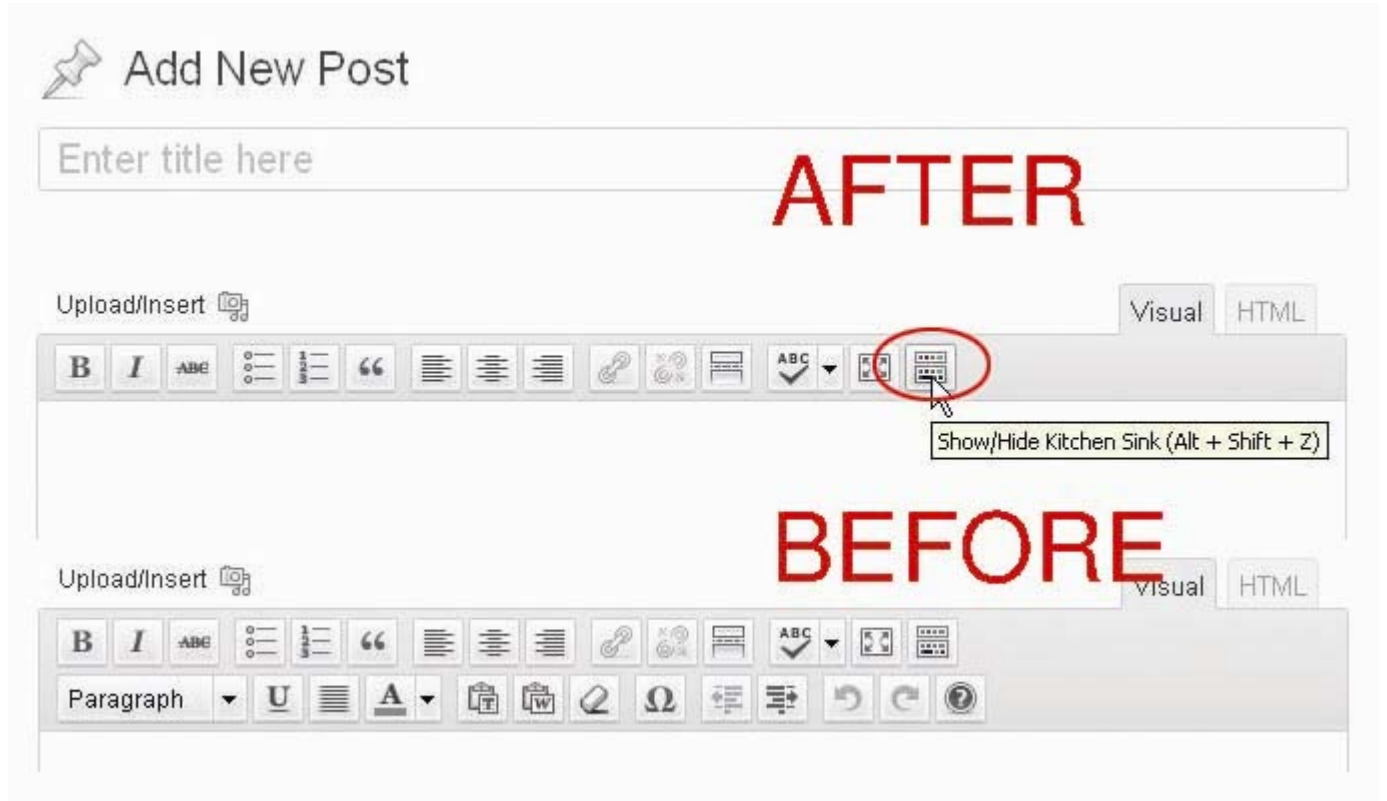


২. Add New –তে ক্লিক করার পর নিচের মতো পেজ পাবেন। এটিই ওয়ার্ডপ্রেস পোস্টিং প্যানেল...

The screenshot shows the WordPress 'Add New Post' editor. The title field is labeled 'TITLE GOES HERE'. The content area has a red circle around the text 'KITCHEN SINK' and the rich text editor toolbar. Another red circle highlights the 'POST VIEWS' indicator. The right sidebar shows publishing options like 'Save Draft', 'Preview', 'Status: Draft', 'Visibility: Public', and 'Publish'. The 'Format' section has 'Standard' selected. The 'Categories' section has 'Blogging' and 'WordPress Tutorials' checked. The 'Tags' section has an 'Add' button. The footer shows 'Thank you for creating with WordPress.' and 'Version 3.3.1'.

ইমেজটি লক্ষ করুন। TITLE GOES HERE- এই এইখানে আপনাকে আপনার পোস্টের টাইটেল/শিরোনাম অবশ্যই দিতে হবে। KICTCHEN SINK- এটি আপনার পোস্টের ফরম্যাটিং টুলস। আপনি এখানে থেকে আপনার পোস্টের যাবতীয় সাজসজ্জার কাজ করতে পারবেন। POST BODY- এটি আপনার পোস্টের মূল সেকশন। এইখানে আপনি আপনার পোস্ট লিখবেন। সেটা হতে পারে সরাসরি এই উইন্ডোতেই টাইপ করে অথবা যেকোনো ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে লিখে এখানে কপি-পেস্ট করবেন। কপি-পেস্ট এর সময় অবশ্যই পোস্ট ভিউ HTML -তে পেস্ট করবেন। কেমন HTML ভিউ-তে পেস্ট করবেন তা নিচে আলোচনা করবো।

৩. KICTCHEN SINK এর সম্পর্কে আরও একটু ধারণা দেই। বাই ডিফল্ট KICTCHEN SINK এর টুলসগুলো একটি লাইনে দেখা যায়। কিন্তু আসলেই KICTCHEN SINK এর টুলসগুলো দুই লাইনের সাজানো। নিচের ইমেজটি দেখুন... এখানে AFTER এবং BEFORE দুটি ইমেজ লক্ষ করুন। চিত্রে Show/Hide Kitchen Sink (Alt+Shift+Z) এর বাটনের ক্লিক করার পর BEFORE এ KICTCHEN SINK এর দ্বিতীয় লাইনটি প্রদর্শন করেছে। :D



<


বাই ডিফল্ট KICTCHEN SINK এর দ্বিতীয়/p লাইনটি হাইড করা থাকার কারণে নতুনদের মধ্যে অনেকেই বিপাকে পরে এবং মনে করে আসলেই ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করতে কোন ভুল হয়েছে কিনা। বুঝলেন তো ব্যাপারটি কি? :-)

৪. এবার আসুন পোস্ট লিখি...

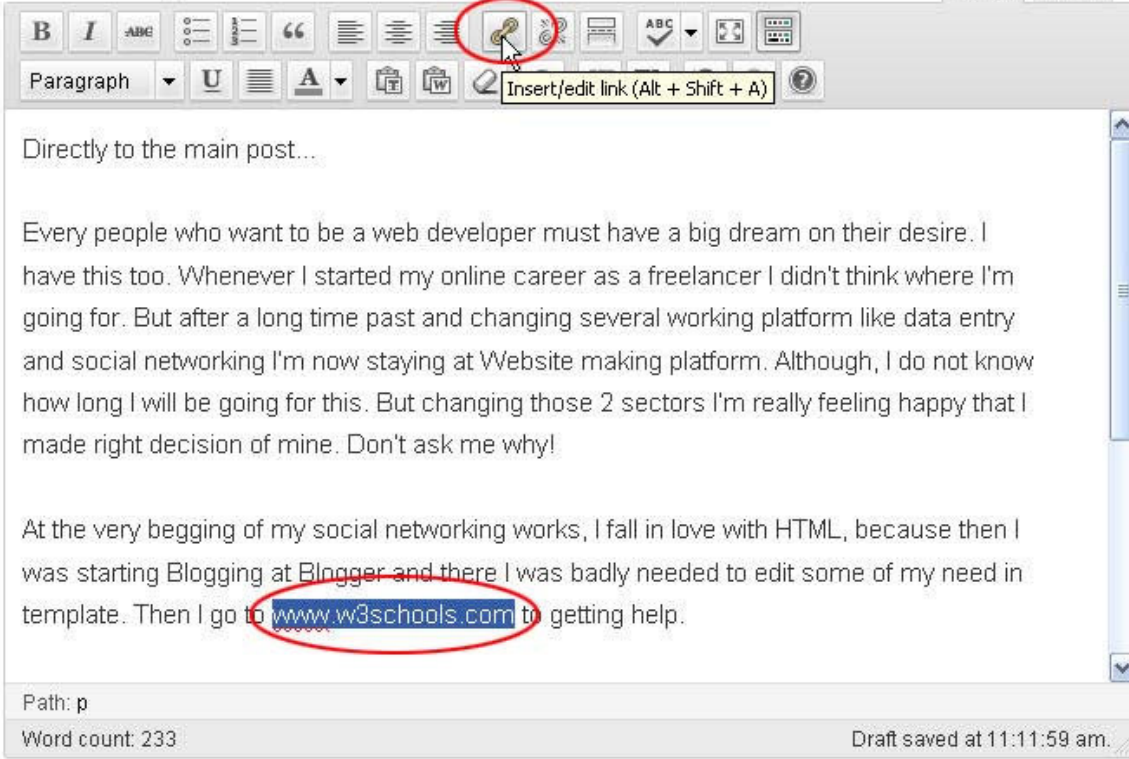
Add New Post

Want To Be A Web Developer!

Permalink: <http://www.rangpursource.com/test/?p=4> [Change Permalinks](#)

Upload/Insert 

Visual HTML



Directly to the main post...

Every people who want to be a web developer must have a big dream on their desire. I have this too. Whenever I started my online career as a freelancer I didn't think where I'm going for. But after a long time past and changing several working platform like data entry and social networking I'm now staying at Website making platform. Although, I do not know how long I will be going for this. But changing those 2 sectors I'm really feeling happy that I made right decision of mine. Don't ask me why!

At the very begging of my social networking works, I fall in love with HTML, because then I was starting Blogging at Blogger and there I was badly needed to edit some of my need in template. Then I go to www.w3schools.com to getting help.

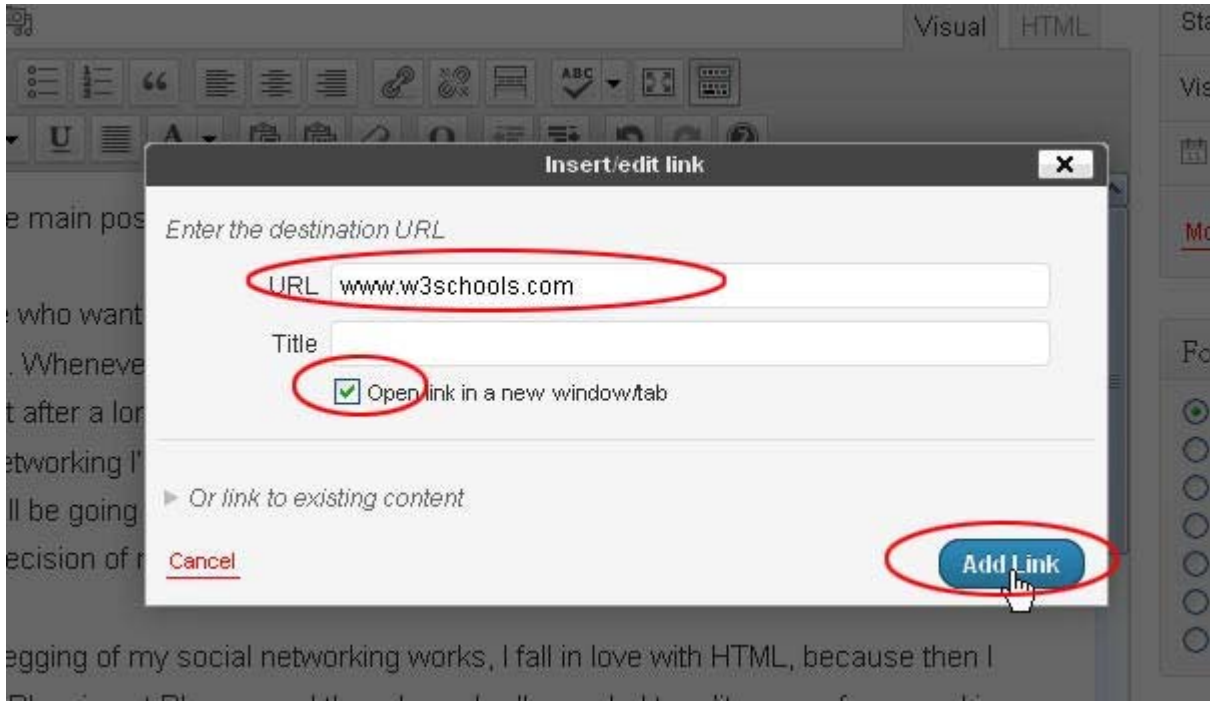
Path: p
Word count: 233
Draft saved at 11:11:59 am.

উপরের ইমেজটি দেখুন আমি এমএস ওয়ার্ডে লিখাটি টাইপ করে ওয়ার্ডপ্রেস POST BODY -তে HTML ভিউতে পেস্ট করেছি। এবার দেখুন কেন আপনি HTML - তে লিখবেন... আপনি যখন কোনখানে ওয়ার্ড প্রসেসিং এর কাজ করবেন। সেখানে বাই ডিফল্ট একটি ফরমেটিং থাকে সেই প্রোগ্রামের ভাষা অনুযায়ী। এখন আপনি সেখানে থেকে কপি করে এনে সরাসরি যখন ওয়ার্ডপ্রেসের VISUAL মুডে পেস্ট করবেন সেখানে ঐ প্রোগ্রামের ফরম্যাটিংগুলো সয়ংক্রিয়ভাবে এখানে চলে আসবে। এতে আপনি আপনার পোস্টিং প্যানেলে লিখাকে আপনার ইচ্ছা মতো সাজিয়ে নিতে পারবেন না এছাড়া আনওয়ান্টেড আরও সমস্যা হতে পারে। তাই, টেক্সট গুলো অবশ্যই HTML মুডে পোষ্ট করবেন।

এবার আসুন ফরম্যাটিং এর কাজে...

উপরের ইমেজটিতে দেখুন... আমি একটি প্লেইন টেক্সট এর সাথে হাইপারলিঙ্ক যুক্ত করছি যদিও এটি একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা। আপনি যা লিখার হাইপারলিঙ্ক যুক্ত করতে চান সেটা চিত্রে দেখানর মতো

করে নির্বাচন করুন। তারপর চিত্রের উপরের অংশের দেখানো Insert/edit link(Alt+Shift+A) বাটনে ক্লিক করুন। এবার দেখুন নিচের মতো একটি পপ-আপ লিঙ্ক বক্স আসবে...



URL এর পাশের বক্সে উপরের চিত্রে যে টেক্সট নির্বাচন করেছেন তার জন্য রিলাভেন্ট লিঙ্ক দিন। লিঙ্কটিকে যদি আলাদা পেজে ওপেন করতে চান তবে Open in a new window tab এর বাম পাশের বক্সে চেক মার্ক করুন। এবার ডান দিক থেকে নিচের Add Link বাটনে ক্লিক করুন।

নিচের চিত্রে দেখুন আপনার লিঙ্কটি টেক্সট এর সাথে যুক্ত হয়ে গেছে...

Add New Post

Want To Be A Web Developer!

Permalink: <http://www.rangpursource.com/test/?p=4> [Change Permalinks](#)

Upload/Insert 

Visual HTML

www.w3schools.com to getting help.' The URL 'www.w3schools.com' is circled in red. At the bottom, it shows 'Path: p', 'Word count: 233', and 'Draft saved at 11:11:59 am.'"/>

Directly to the main post...

Every people who want to be a web developer must have a big dream on their desire. I have this too. Whenever I started my online career as a freelancer I didn't think where I'm going for. But after a long time past and changing several working platform like data entry and social networking I'm now staying at Website making platform. Although, I do not know how long I will be going for this. But changing those 2 sectors I'm really feeling happy that I made right decision of mine. Don't ask me why!

At the very begging of my social networking works, I fall in love with HTML, because then I was starting Blogging at Blogger and there I was badly needed to edit some of my need in template. Then I go to www.w3schools.com to getting help.

Path: p
Word count: 233
Draft saved at 11:11:59 am.

এবার আসুন পোস্টের মাঝে ছবি/ইমেজ যুক্ত করি...

নিচের চিত্রে দেখানো KICTCHEN SINK টুলস গুলোর উপরে থেকে Add Media আইকনে ক্লিক করুন...

Add New Post

Want To Be A Web Developer!

Permalink: <http://www.rangpursource.com/test/?p=4> [Change Permalinks](#)

Upload/Insert

Visual HTML

B *I* ABC Add Media “ ” [List Icons] [Link Icon] [Image Icon] [Table Icon] [Checkmark Icon] [Undo Icon] [Redo Icon]

Paragraph [Underline Icon] [Text Color Icon] [Background Color Icon] [Link Icon] [Image Icon] [Table Icon] [Undo Icon] [Redo Icon]

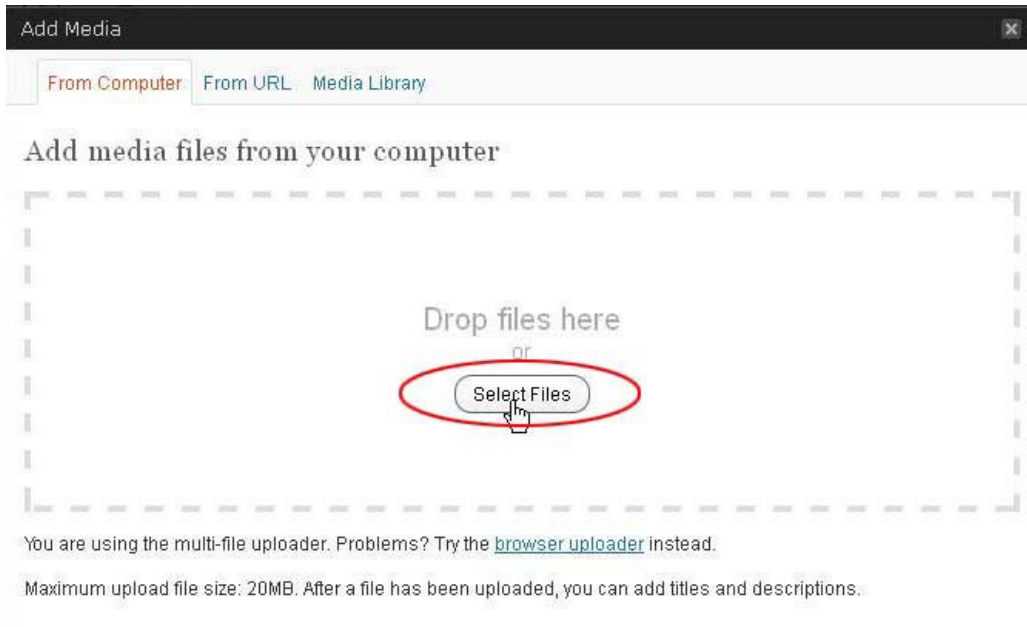
Directly to the main post...

Every people who want to be a web developer must have a big dream on their desire. I have this too. Whenever I started my online career as a freelancer I didn't think where I'm going for. But after a long time past and changing several working platform like data entry and social networking I'm now staying at Website making platform. Although, I do not know how long I will be going for this. But changing those 2 sectors I'm really feeling happy that I made right decision of mine. Don't ask me why!

At the very begging of my social networking works, I fall in love with HTML, because then I was starting Blogging at Blogger and there I was badly needed to edit some of my need in template. Then I go to www.w3schools.com to getting help.

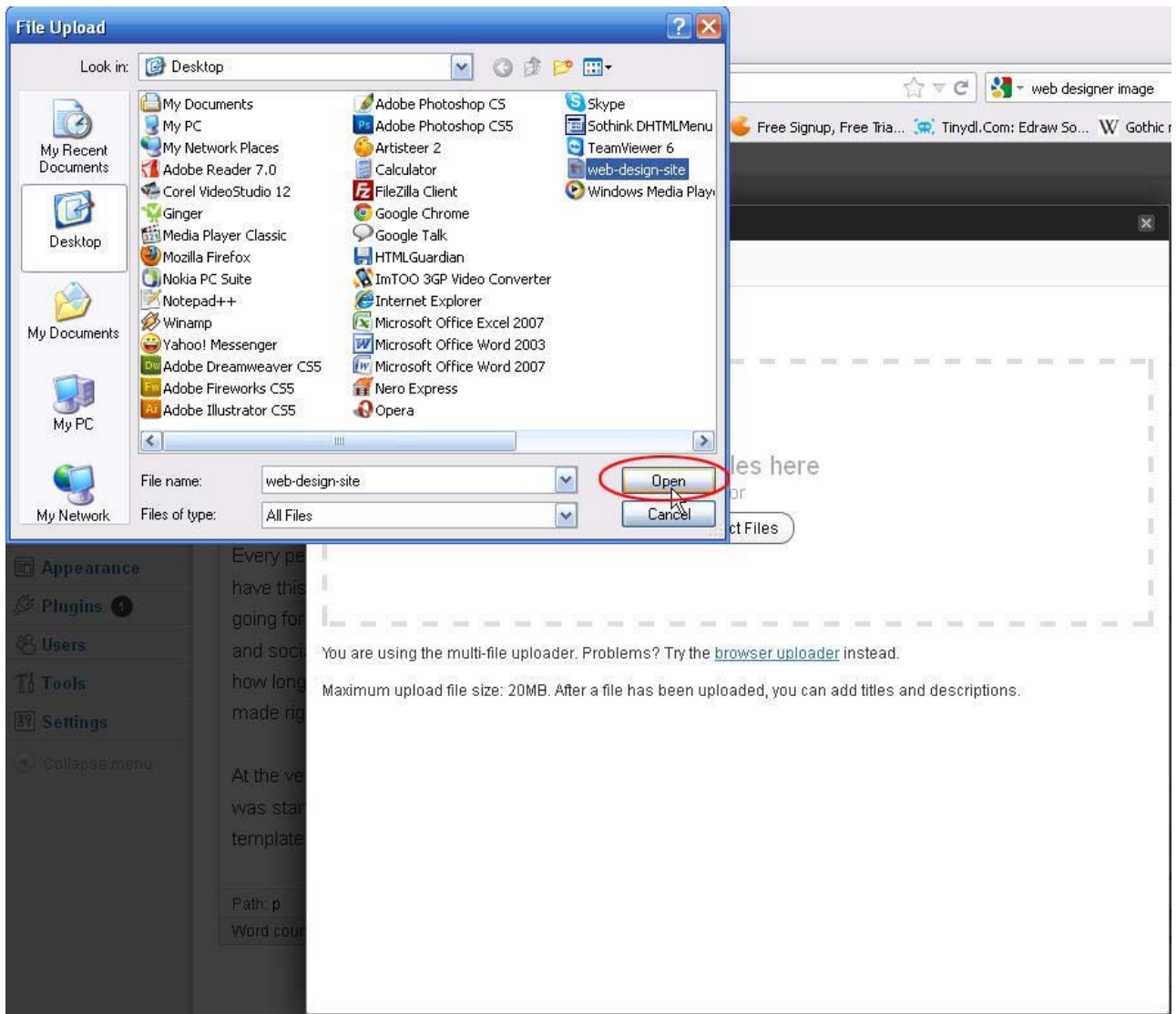
Path: p
Word count: 232
Draft saved at 11:15:59 am.

ইমেজ যুক্ত করার জন্য একটি পপ-আপ বক্স আসবে নিচে দেখুন...

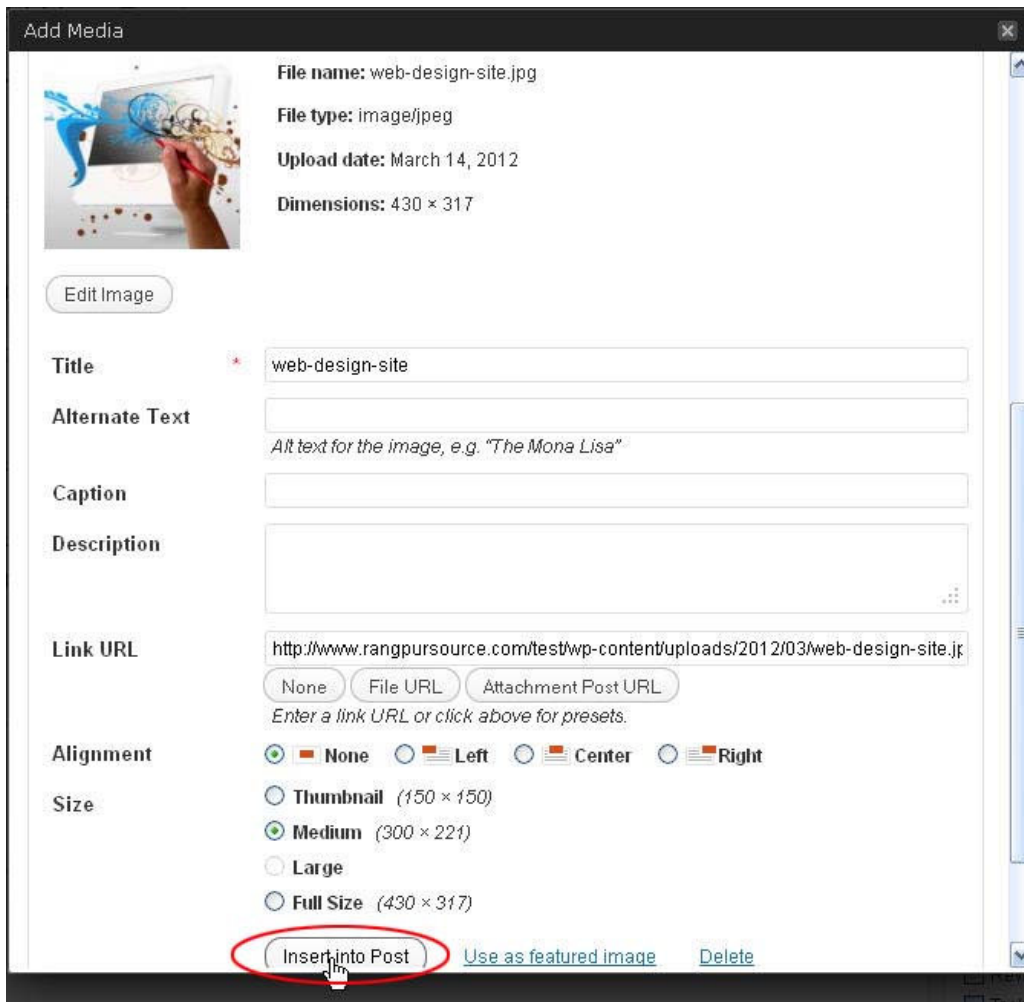


এখানে আপনি ৩ ভাবে ইমেজ যুক্ত করতে পারবেন আপনার পোস্টের সাথে...

আপনার হার্ডডিস্ক থেকে যুক্ত করতে চাইলে শুধু পপ-আপ বক্স টি আশার পর উপরের চিত্রে দেখানো Select Files এ ক্লিক করুন... নিচের মতো File Upload উইন্ডো আসবে। আপনার লিখার সাথে সুসঙ্গত ইমেজ ফাইলটি নির্বাচন করে Open এ ক্লিক করুন...



কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফাইলটি আপলোড হয়ে নিচের মতো স্ক্রীন প্রদর্শন করবে...



আপনি চাইলে এখানে থেকে ইমেজটির জন্য সব রকম সেটিংস্ করে নিতে পারেন। তবে আমি এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না কারণ এটি একটি বিগিনার পোস্ট। পরবর্তিতে এটা নিতে আলোচনা করবো। আপনি শুধু এখানে Insert Into Post ক্লিক করুন।

আপনার পোস্টে ইমেজ যুক্ত করার কাজ শেষ।

এবার আসুন পোস্টিতে ক্যাটাগরি এবং ট্যাগ সেট করি...

ওয়ার্ডপ্রেস পোস্ট বডির ডান পাশেই Category প্যানেল আছে। নিচের মতো দেখুন... লিখাটি আপনি যে ক্যাটাগরির আওতায় দেখতে চান সেই ক্যাটাগরিতে চেক করুন। তবে হ্যাঁ, ক্যাটাগরি অবশ্যই লিখার সাথে সুসঙ্গত হতে হবে। এবার ট্যাগ লিখুন। ক্যাটাগরির ঠিক নিচেই ট্যাগ এর অবস্থান। আপনার লিখাটি যে বিষয়ের উপরে লিখা সেই ধরনের সর্বনিম্ন ৩টি ট্যাগ লিখুন, তারপর Add এ ক্লিক করুন। নিচের এর মতো...

Categories

All Categories Most Used

- Blogging
 - Wordpress Tutorials
- Gadgets
- Inspiration
- Review
- Tech Talk
- Uncategorized

[+ Add New Category](#)

— Parent Category —

Tags

Feb Desinger, Tutorial, Tech Talk

Separate tags with commas

[Choose from the most used tags](#)

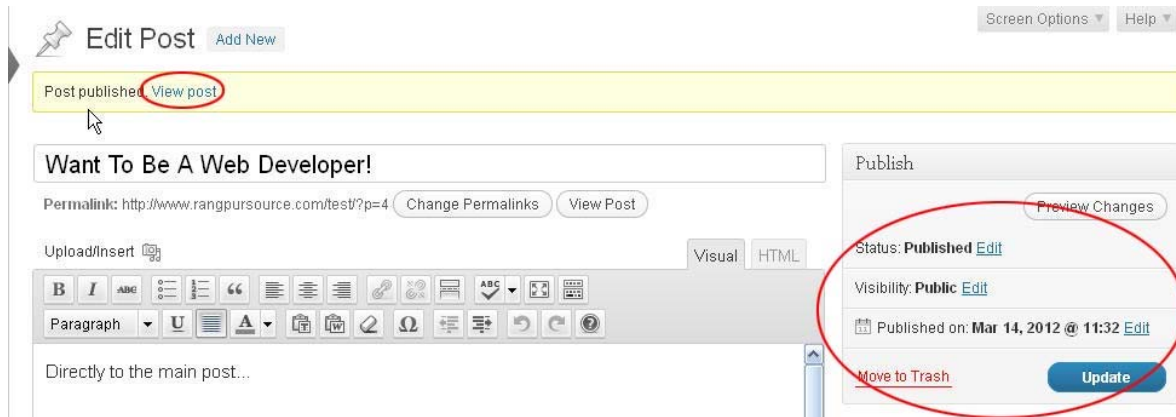
সব কিছু দেখানো নিয়ম মতো করলে আপনার আপনার লিখাটি এখন প্রকাশের জন্য প্রস্তুত...

The screenshot shows the WordPress 'Add New Post' interface. The title 'Want To Be A Web Developer!' is circled in red. The 'Publish' section on the right has 'Save Draft' and 'Preview' buttons. The 'Categories' section has 'Tech Talk' checked and circled in red. The 'Tags' section has 'Web Desinger', 'Tutorial', and 'Tech Talk' listed, with 'Tech Talk' circled in red. The 'Featured Image' section has a 'Set featured image' button.

৫. এবার পোস্টই পাবলিশ করার পালা... পোস্ট বডি'র ঠিক ডান দিকে দেখুন Publish সেকশন আছে... পোস্টই সরাসরি পাবলিশ করতে চাইলে Publish এ ক্লিক করুন। পাবলিশ এর আগে পূর্ব রূপ দেখতে চাইলে Preview ক্লিক করুন। আর পোস্টে সংরক্ষন করে রাখতে চাইলে Save Draft এ ক্লিক করুন। আমি যেহেতু প্রকাশ করতে চাইছি তাই Publish এ ক্লিক করছি...



৬. পোস্টই প্রকাশ(Published) হবার পরে আপনার পোস্টের টাইটেলের উপরে নিচের মতো বার্তা দেখাবে... এবং আপনার পোস্টটির বর্তমান স্ট্যাটাস ও প্রকাশের সময় দেখাবে Publish সেকশনের নিচের মতো...



ব্যাস! পোস্ট লিখা এবং পাবলিশ করা শেষ।

৭. এবার আপনি যদি মনে করেন আপনার লিখা বা আপনার সাইটের সব লিখাগুলো দেখবেন। তাহলে শুধু মাত্র ড্যাশবোর্ডের Posts সেকশন থেকে All Posts এ ক্লিক করুন...

Posts [Add New](#) Screen Options Help

All (3) | Published (3)

Bulk Actions

<input type="checkbox"/>	Title	Author	Categories	Tags	<input type="button" value="0"/>	Date
<input type="checkbox"/>	Second Post of This Test Blog	Ariful Islam Shaon	Review	About Me, Review, Tech Talk	<input type="button" value="0"/>	1 min ago Published
<input type="checkbox"/>	Want To Be A Web Developer!	Ariful Islam Shaon	Tech Talk	Tech Talk, Tutorial, Web Desinger	<input type="button" value="0"/>	6 mins ago Published
<input type="checkbox"/>	Hello world!	Ariful Islam Shaon	Uncategorized	No Tags	<input type="button" value="1"/>	2012/03/10 Published
<input type="checkbox"/>	Title	Author	Categories	Tags	<input type="button" value="0"/>	Date

Bulk Actions 3 items

ওয়ার্ডপ্রেস পোস্টিং প্যানেল টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ! দেখা হবে সামনের পোস্টিং এ! :-)

১০. পেজ তৈরী এবং আপডেট করা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে পোস্ট তৈরী এবং সেটাকে পাবলিশ/প্রকাশ করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পেজ তৈরী করার নিয়ম নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পেজ পাবলিশ/প্রকাশ করবেন কিভাবে সেগুলো নিয়ে চিত্র ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের Page (পাতা) সেকশনের ছবিটি দেখুন...



মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে জেনে নেয়া ভাল...

পেজ কি?

অন্যান্য সাইটের মতো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটেও পেজ থাকে। তবে পেজ আপনার সাইটের সমুখভাগে দেখাবেন কিনা এটা সম্পর্ক আপনার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে। যাহোক, ওয়ার্ডপ্রেসে পেজ এবং পোস্ট এই দুটি জিনিসকে নতুনরা একই ভেবে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ, পেজ এবং পোস্ট লিখার নিয়ম ছবছ একই। কিন্তু, প্রকাশ হবার ধরনটা আলাদা। পোস্ট প্রকাশ করলে তা সরাসরি চলে যায় হোমে পেজের সর্বশেষ লিখা হিসেবে আর পেজ লিখে প্রকাশ করলে তা আপনার সাইটের থীম সেটিংস অনুযায়ী মেন্যু বা পেজের স্থানে প্রদর্শন করে বাই ডিফল্ট। আশা করি পেজ ও পোস্টের পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন। :-)

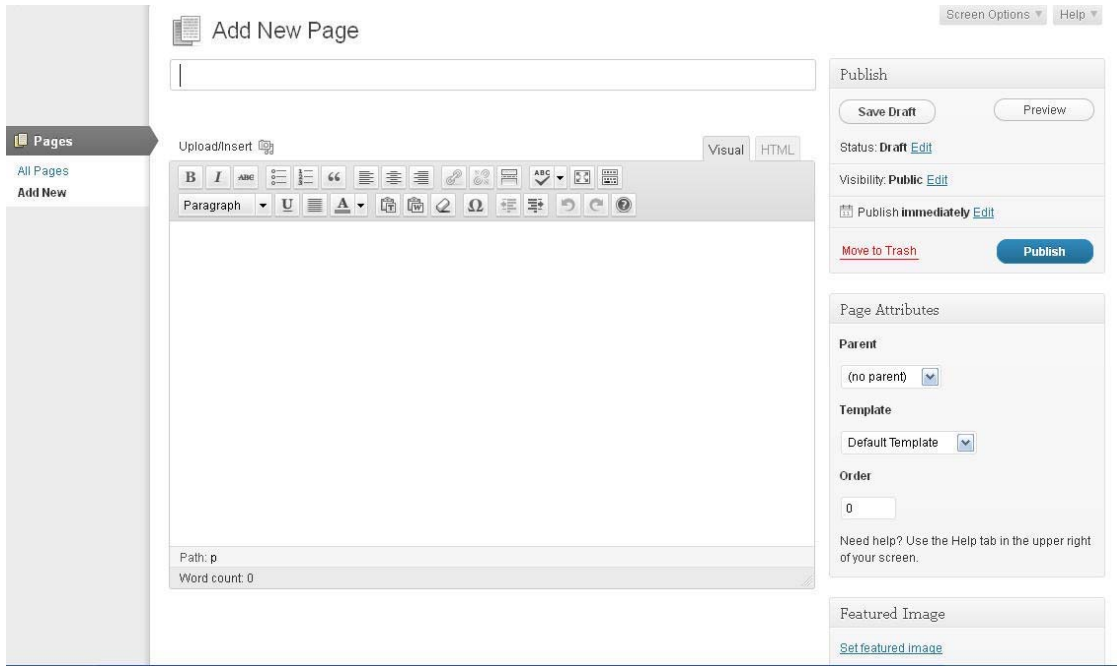
তো চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই...

ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগিং প্ল্যাটফর্মে পেজ প্রকাশ করা তেমন কঠিন কিছু না। যদি আপনি আমার লিখার পোস্ট লিখার পদ্ধতি নিয়ে টিউটোরিয়ালটি পড়ে থাকেন তবে আপনার জন্য এটি আরও সহজ হবে। তবে নবাগত হিসেবে আপনার কাছে কঠিন লাগবে এটাই স্বাভাবিক। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পেজ লিখে প্রকাশ করতে নিচের কয়েকটি ধাপ মনযোগ দিয়ে অনুসরণ করুন...

১. ড্যাশবোর্ডের Pages সেকশন থেকে Add New –তে ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটির মতো দেখুন...



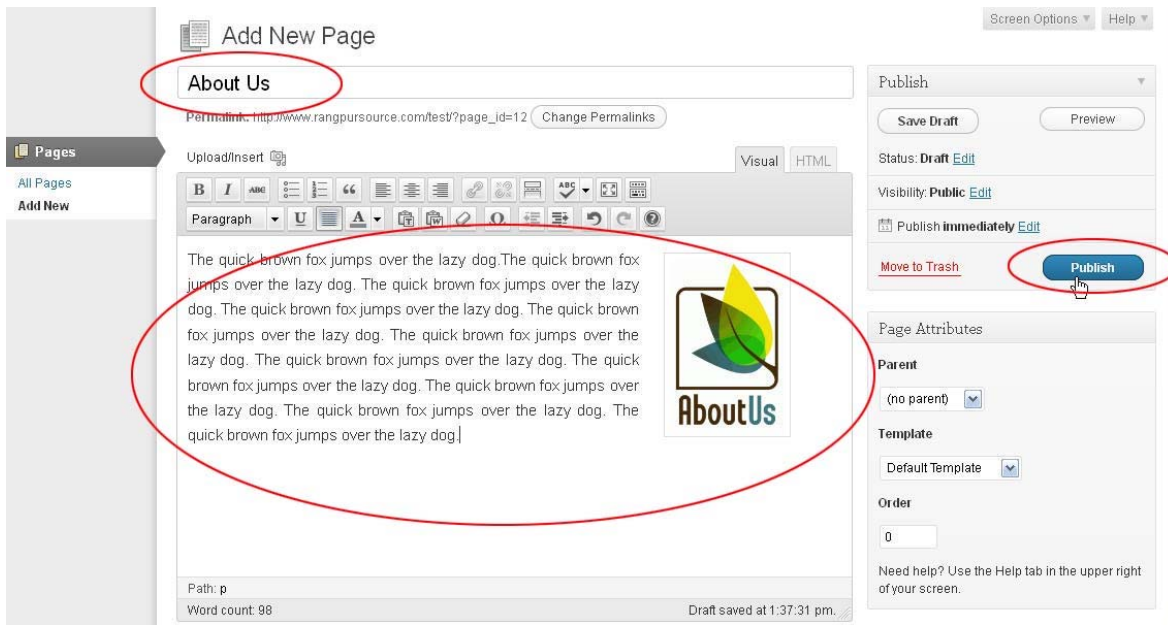
২. Add New –তে ক্লিক করার পর নিচের মতো পেজ পাবেন। এটিই ওয়ার্ডপ্রেস পেজ প্যানেল।



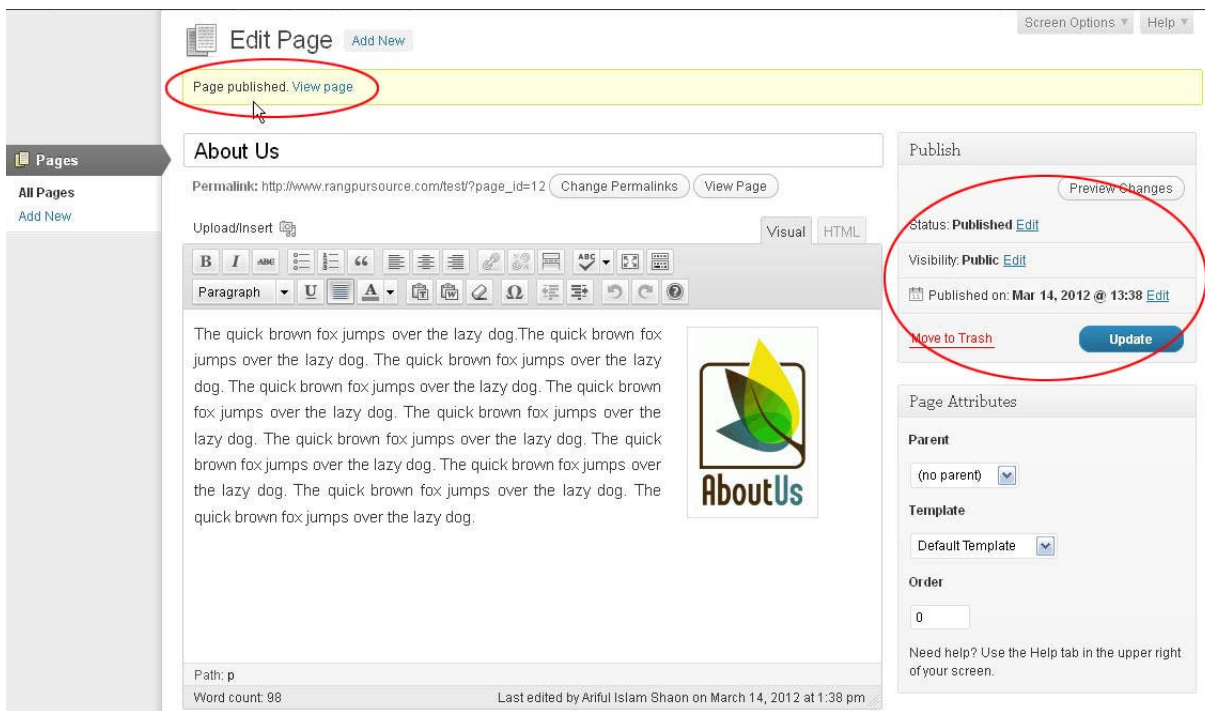
ইমেজটি লক্ষ করুন। এইখানে আপনি আপনার পেজের জন্য যে তথ্য দিতে চান সেগুলো লিখবেন। সেটা হতে পারে সরাসরি এই উইন্ডোতেই টাইপ করে অথবা যেকোনো ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামে লিখে এখানে কপি-পেস্ট করবেন। কপি-পেস্ট এর সময় অবশ্যই পোস্ট ভিউ HTML -তে পেস্ট করবেন। কেমন HTML ভিউ-তে পেস্ট করবেন তা নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোস্ট লিখবেন যেভাবে! শিরোনামের টিউটোরিয়ালের আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পোস্ট লিখবেন যেভাবে! শিরোনামের টিউটোরিয়ালের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী পেজের জন্য প্রয়োজনীয় লিখা ও ইমেজগুলো স্থাপন করে নিলাম। আমি এখানে লিখাগুলো দেখানোর জন্য ট্যাম্পোরারী হিসেবে স্থাপন করেছি। তবে আপনারা আপনাদের সাইটের জন্য যে পেজে যেমন ইনফো দরকার সেগুলো ঠিকভাবে লিখবেন। যেমনঃ About Us, Contact Us এবং Feedback ইত্যাদি।

এবার সব কিছু ঠিক থাকলে চিত্রের ডান পাশে দেখানো Publish বাটনে ক্লিক করুন। নিচের চিত্রে দেখুন...



8. Publish বাটনে ক্লিক করার পরে আপনি নিচের মতো দেখতে পারবেন। এর অর্থ হলঃ আপনার পেজটি প্রকাশ হয়েছে এবং আপনি চাইলে সেটি এখন Update করতে পারবেন।



8. এবার আপনি যদি আপনার সাইটের সব পেজ দেখতে চান তবে Pages সেকশন থেকে All Pages এ ক্লিক করুন।

Pages [Add New](#) Screen Options Help

All (3) | Published (3) [Search Pages](#)

Bulk Actions Show all dates 3 items

<input type="checkbox"/>	Title	Author		Date
<input type="checkbox"/>	About Us	Ariful Islam Shaon		3 mins ago Published
<input type="checkbox"/>	Contact Us	Ariful Islam Shaon		1 min ago Published
<input type="checkbox"/>	Sample Page	Ariful Islam Shaon		2012/03/10 Published
<input type="checkbox"/>	Title	Author		Date

Bulk Actions 3 items

বিভাগ তৈরী এবং পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের আবারো স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস ব্যবহারকারী প্রোফাইল তৈরী এবং আপডেট নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে ক্যাটাগরী তৈরী করার নিয়ম নিয়ে। মানে, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে লিখা পাবলিশ/প্রকাশ করার সময় লিখাটি অবশ্যই কোন নির্দিষ্ট বিভাগে রাখবেন। সেজন্য কিভাবে বিভাগ (Category) তৈরী করবেন সেই পদ্ধতিগুলো নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করবো। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের বিভাগ (Category) সেকশনের ছবিটি দেখুন...

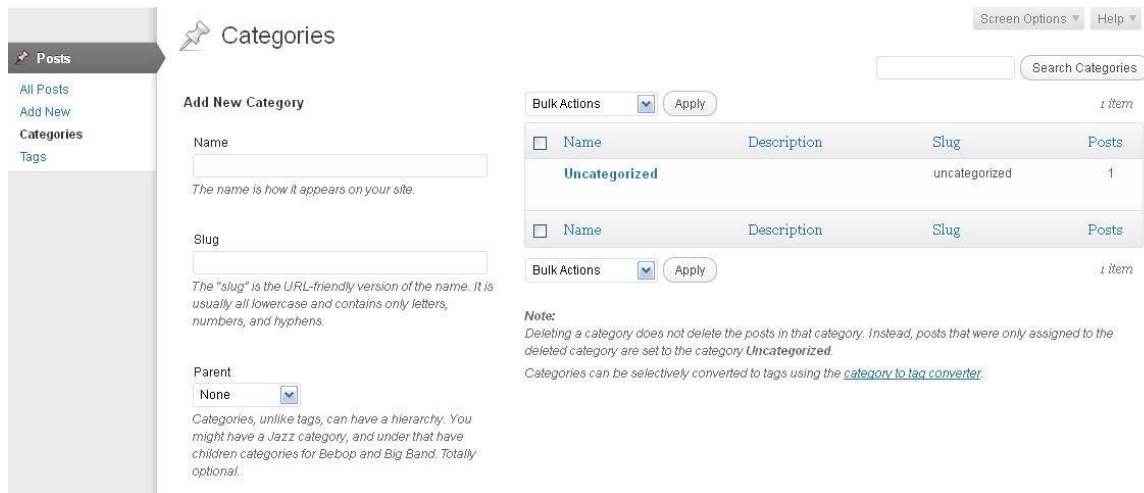


মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে জেনে নেয়া ভাল...

Category এর জন্য ওয়ার্ডপ্রেসে আলাদাভাবে সতন্ত্র কোন সেকশন নাই। Post (পোস্ট) সেকশনের সাথে Category- কে কম্বিনেশন করে দেয়া হয়েছে। তাই, Category কে আলাদাভাবে অন্য কোথায় পাওয়া যাবে না।

চলুন এবার Category তৈরী করি...

১. আপনার Dashboard এ লগিন করেন Posts সেকশন থেকে Categories ক্লিক করুন। নিচের মতো Category পেজ পাবেন...



Add New Category

Name

The name is how it appears on your site.

Slug

The "slug" is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens.

Parent

Categories, unlike tags, can have a hierarchy. You might have a Jazz category, and under that have children categories for Bebop and Big Band. Totally optional.

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Slug	Posts
<input type="checkbox"/>	Uncategorized		uncategorized	1

Note:
Deleting a category does not delete the posts in that category. Instead, posts that were only assigned to the deleted category are set to the category Uncategorized.
Categories can be selectively converted to tags using the [category to tag converter](#).

বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেসে Uncategorized নামে একটি Category পাবেন। আপনি চাইলে এই ক্যাটাগরিকে রিনেম করে নতুন নাম দিতে পারেন অথবা নতুন ক্যাটাগরি তৈরী করে নিতে পারেন। চলুন আমার নতুন ক্যাটাগরি তৈরী করি...

২. Category পেজের বাম পাশের থেকে Add New Category এর নিচে লক্ষ করুন... Name – এখানে আপনি যে নামে ক্যাটাগরি করতে চাইছেন সেই নামটি ইংরেজিতে লিখুন... আমি লিখলাম “Blogging”।

এবার Slug, Slug হচ্ছে আপনার ক্যাটাগরি এর ইউআরএল মানে ঠিকানা। আপনি আপনার সাইটের থেকে সরাসরি ক্যাটাগরি ব্রাউজ করতে এই স্লাগ (Slug) টি পাবেন। যেমনঃ আমি আমার ক্যাটাগরির নামের সাথে মিল রেখে স্লাগ নাম দিয়েছি “blogging”। এটা অবশ্যই করণীয়। একটি ইউজার ফ্রেন্ডলি স্লাগ ইউআরএল আপনার সাইটের জন্য অনেক ভাল রেপুটেশন নিয়ে আসে। মনে রাখবেন, স্লাগName – এ সবসময় ছোট হাতের অক্ষর(a, b, c এভাবে), সংখ্যা(1, 2, 3 এভাবে) এবং হাইপেন (-) ব্যবহার করতে পারবেন।

The screenshot shows the WordPress 'Add New Category' form. The 'Name' field is filled with 'Blogging' and the 'Slug' field is filled with 'blogging'. The 'Add New Category' button is circled in red. To the right, a table shows the 'Uncategorized' category with 1 post.

Name	Description	Slug	Posts
Uncategorized		uncategorized	1

ওকে, ক্যাটাগরি এবং স্লাগ নাম দেওয়ার পর নিচের Add New Category –তে ক্লিক করুন... দেখুন নিচের মতো ক্যাটাগরি আপনার সাইটের যুক্ত হয়েছে... নিচের পেজে লাল মার্কিং করে দিয়ে ক্যাটাগরি এর নাম এবং স্লাগ নামটি খেয়াল করুন। :-)

Add New Category

Name

The "name" is how it appears on your site.

Slug

The "slug" is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens.

Parent

Categories, unlike tags, can have a hierarchy. You might have a Jazz category, and under that have children categories for Bebop and Big Band. Totally optional.

Name	Description	Slug	Posts
<input type="checkbox"/> Blogging		blogging	0
Uncategorized		uncategorized	1

Note:
Deleting a category does not delete the posts in that category. Instead, posts that were only assigned to the deleted category are set to the category **Uncategorized**.
Categories can be selectively converted to tags using the [category to tag converter](#).

৩. ক্যাটাগরি তৈরী হল এবার আসুন প্যারেন্ট ক্যাটাগরি তৈরী করি। তার আগে জেনে নেই “প্যারেন্ট ক্যাটাগরি” কি?

প্যারেন্ট ক্যাটাগরি হল একটি মূল ক্যাটাগরি যার আওতায় আরও অনেক গুলো সাব-ক্যাটাগরি থাকে বা থাকতে পারে। ধরুন, আপনি চাইছেন আপনার সাইটে Blogging নামে একটি ক্যাটাগরি থাকবে এবং সেই ক্যাটাগরিটিতে WordPress Blogging, BlogSpot Blogging, Joomla Blogging এবং সাব-ক্যাটাগরি রাখবেন। তাহলে Blogging প্যারেন্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে WordPress Blogging, BlogSpot Blogging, Joomla Blogging হবে সাব-ক্যাটাগরি। চলুন কিভাবে করবেন দেখে নিই...

আগের মতই ক্যাটাগরি Name, স্লাগ Name দিন Add New Category থেকে। এবার স্লাগের নিচে থেকে Parent এর ড্রপডাউন এ ক্লিক করুন। (এখানে বলে রাখার ভাল আপনি যে প্যারেন্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে সাব-ক্যাটাগরি তৈরী করতে চাইছেন সেটা আগে থেকে তৈরী থাকতে হবে। যেভাবে আপনি উপরের তৈরী করলাম।) প্যারেন্টে ক্লিক করার পর যে ড্রপডাউন লিস্টটি পাবেন সেখানে থেকে আপনার প্যারেন্ট ক্যাটাগরি নির্ধারন করুন। নিচের ইমেজটি লক্ষ করুন...

Add New Category

Name:
The name is how it appears on your site.

Slug:
The "slug" is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens.

Parent:
Categories, unlike tags, can have a hierarchy. You might have a Jazz category, and under that have children categories for Bebop and Big Band. Totally optional.

Description:
The description is not prominent by default; however, some themes may show it.

Name	Description	Slug	Posts
<input type="checkbox"/> Blogging		blogging	0
<input type="checkbox"/> Uncategorized		uncategorized	1

Note:
Deleting a category does not delete the posts in that category. Instead, posts that were only assigned to the deleted category are set to the category **Uncategorized**.
Categories can be selectively converted to tags using the [category to tag converter](#).

ক্যাটাগরি Name, স্লাগ Name এবং Parent ঠিকমত নির্ধারন করে দেওয়ার পর পেজের নিচে **Add New Category**-ক্লিক করুন।

৪. সব কিছু ঠিক থাকলে নিচের মতো প্যারেন্ট ক্যাটাগরি এবং সাব-ক্যাটাগরি পাবেন লাল মার্ক করে দেখানো...

Add New Category

Name:
The name is how it appears on your site.

Slug:
The "slug" is the URL-friendly version of the name. It is usually all lowercase and contains only letters, numbers, and hyphens.

Parent:
Categories, unlike tags, can have a hierarchy. You might have a Jazz category, and under that have children categories for Bebop and Big Band. Totally optional.

Name	Description	Slug	Posts
<input type="checkbox"/> Blogging		blogging	0
<input type="checkbox"/> Wordpress Tutorials		wp-tuts	0
<input type="checkbox"/> Uncategorized		uncategorized	1

Note:
Deleting a category does not delete the posts in that category. Instead, posts that were only assigned to the deleted category are set to the category **Uncategorized**.
Categories can be selectively converted to tags using the [category to tag converter](#).

ওয়ার্ডপ্রেস Category প্যানেল টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ! দেখা হবে সামনের পোস্টিং এ! :-)

১২. পাঠক মন্তব্য পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে পেজ তৈরী এবং সেটাকে পাবলিশ/প্রকাশ করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে পাঠকদের মন্তব্য পরিচালনা করার নিয়ম নিয়ে। অর্থাৎ, আপনি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের প্রকাশিত পোস্ট/লিখা গুলোতে কেউ মন্তব্য/প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে সেগুলোকে কিভাবে পরিচালনা করবেন সেগুলো নিয়ে চিত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা। নিচের ওয়ার্ডপ্রেসের Comments (মন্তব্য) সেকশনের ছবিটি দেখুন...



মন্তব্য/পাঠক প্রতিক্রিয়া ওয়ার্ডপ্রেস ব্লগের/সাইটের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সহজ এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি মন্তব্য প্যানেলের জন্য ওয়ার্ডপ্রেসের জুড়ি মেলা ভার। ব্লগিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আপনি ওয়ার্ডপ্রেস এর জনপ্রিয়তা হওয়ার পিছনে মন্তব্য প্যানেলের অবদান অনস্বীকার্য। আপনি ব্লগ/সাইটের এডমিন হিসেবে মন্তব্য পরিচালনা করতে পারেন অথবা আপনি আপনার সাইটে Editor নিয়োগ দিয়েই পরিচালনা করতে পারেন।

চলুন দেখি কিভাবে মন্তব্য পরিচালনা করবেন...

১. ওয়ার্ডপ্রেসে Comments (মন্তব্য) সেকশনে ক্লিক করার সাথে সাথেই আপনি মন্তব্য প্যানেলের পেজে চলে আসবেন। নিচের চিত্রটি দেখুন... বাই ডিফল্ট সেখানে ১টি মন্তব্য পাবেন সেটাও স্বয়ংক্রিয় ভাবে করে রাখা। অর্থাৎ, আপনি যতবার-ই নতুন সার্ভার ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করেন না কেন। এই স্বয়ংক্রিয় মন্তব্যটি পাবেন-ই।

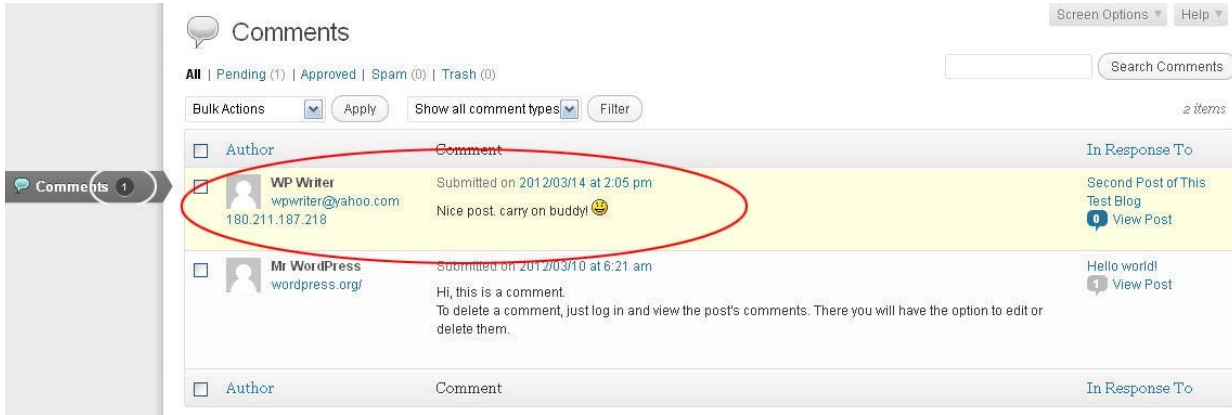


২. মনে করুন আপনার সাইটে কেউ মন্তব্য করেছেন। এবং আপনার সাইটে মন্তব্য মডেরেশন চালু আছে। তাহলে দেখুন ব্যাপারটি কেমন হয়...

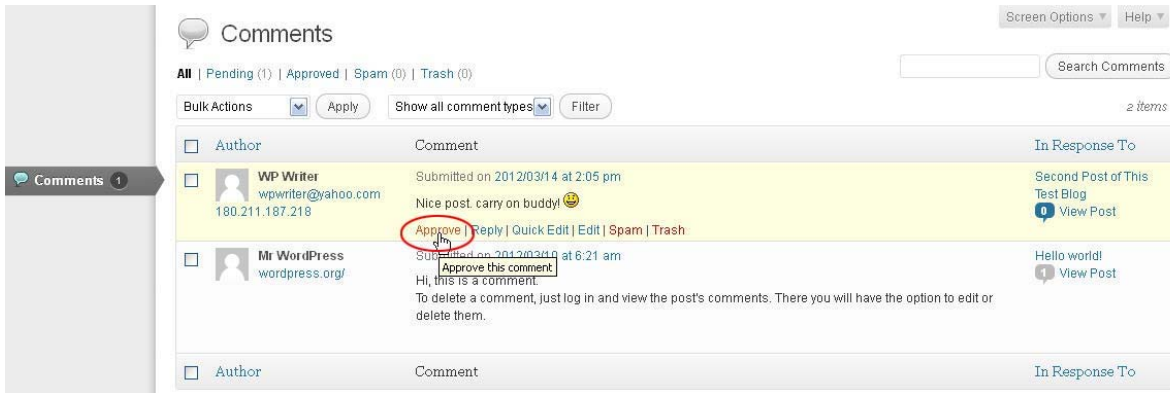
ক) যখন মন্তব্য মডেরেশন সিস্টেম চালু থাকেঃ ড্যাশবোর্ড Settings থেকে Discussion তারপর নিচের ইমেজের মতো মডেরেশন সেটিং এ চেক মার্ক করে দিতে হয় যদি পাঠক মন্তব্য সরাসরি প্রকাশ করতে না চান। নিচের চিত্রটি লক্ষ করুন...



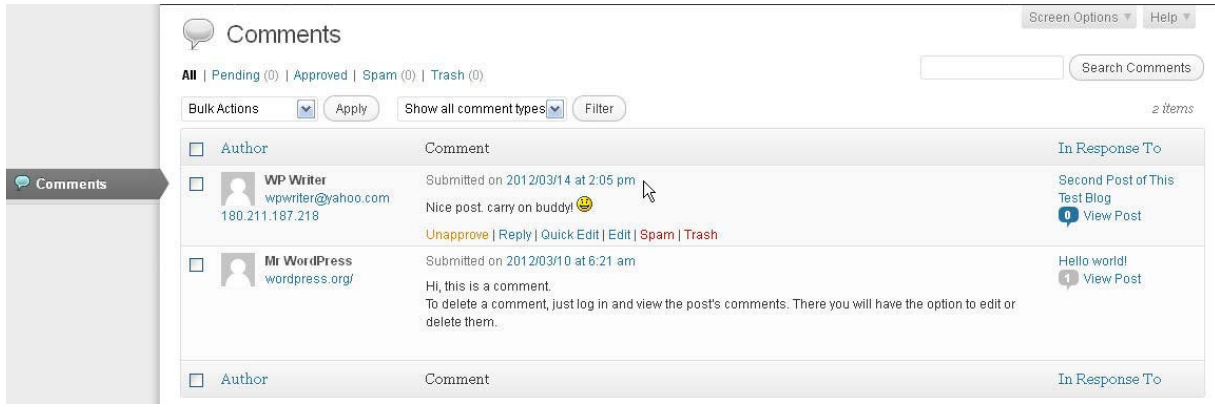
খ) মডেরেশন সিস্টেম চালু থাকলে পাঠক মন্তব্য যেভাবে জমা হয় Comments প্যানেলে। নিচের ইমেজটি দেখুন...



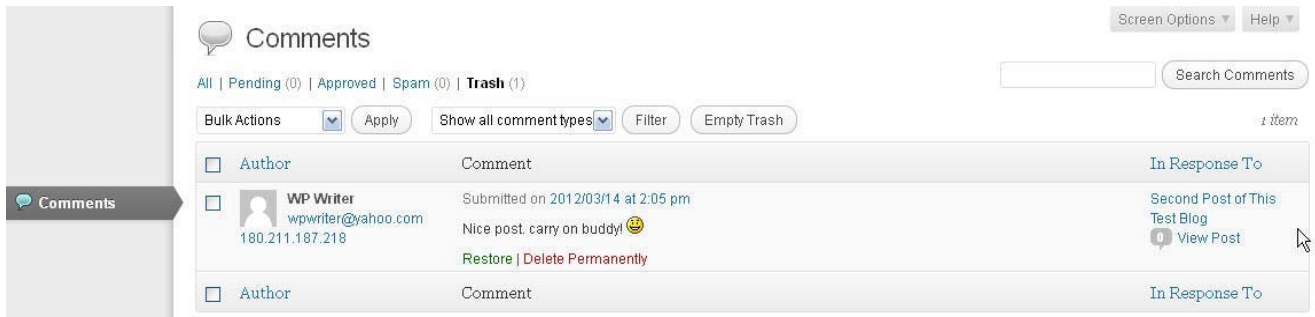
৩. আপনি যদি মন্তব্যটি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হন তবে সেটিকে এপ্রুভ করে দিবেন নিচের মতো...



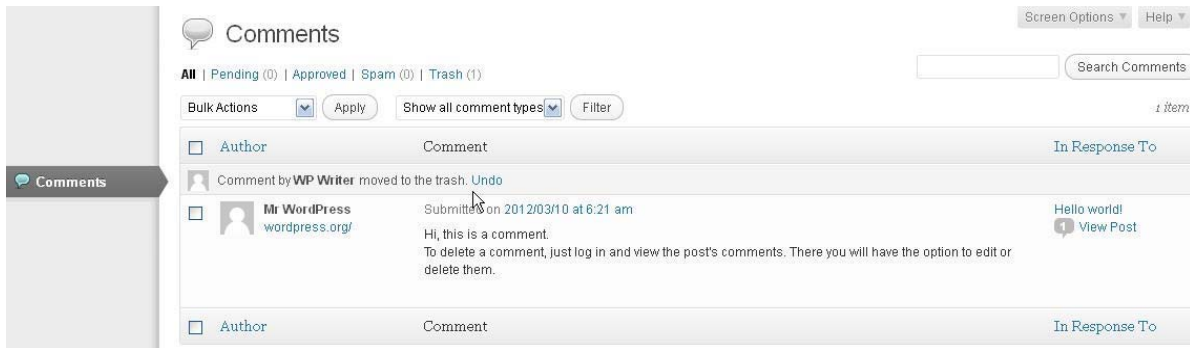
৪. মন্তব্য এপ্রুভ করার পর নিচের মত হবে...



৫. ধরুন, আপনার সাইটে কোন লিখায় কেউ কেউ বাজে মন্তব্য করেছে যা আপনি মুছে দিয়েছেন অথবা ভুলে ভাল মন্তব্য মুছে দিয়েছেন। নিচের মতো...



৬. এখন আপনি আপনার মুছে যাওয়া মন্তব্যগুলো পাবেন Trash এ। ভাল মন্তব্য বা আপনি চাইছেন এমন কোন মন্তব্য পুনরায় ফিরে পেতে Trash থেকে উক্ত মন্তব্যে Restore ক্লিক করুন। নিচের মতো...



তাহলে আবারো আপনি আপনার মন্তব্য প্যানেলে উক্ত রিস্টোরকৃত মন্তব্যটি পেয়ে যাবেন।

কিছু কথাঃ আপনি যদি কোন কমিউনিটি ব্লগ পরিচালনা করেন তাহলে মন্তব্য মডেরেশন না রাখাটাই ভাল। কারণ কমিউনিটি ব্লগ গুলোতে প্রতিনিয়ত মন্তব্য আসে পাঠকদের থেকে। তাই, শুধুমাত্র কমিউনিটি ব্লগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি তেমন ভাল ফলাফল বয়ে আনবে না। আপনি যদি Editor রেখে প্রতিটি মন্তব্য

মডারেশন কৰায় নেন সেটা একান্ত আপনাৰ ইচ্ছাৰ উপৰেৰ নিৰ্ভৰ কৰবে। আৰ ব্যক্তিগত ব্লগেৰ ক্ষেত্ৰে বেশিৰ ভাগ ব্লগাৰৰা মন্তব্য মডাৰেশন ৰাখেন যাতে কৰে কোন বাজে মন্তব্যেৰ দ্বাৰা বিব্রত হতে না হয়।

১৩. থিম ও প্লাগিং কি?

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেসের সাইটে পাঠকদের মন্তব্য পরিচালনা করার পদ্ধতি নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস থিম ও প্লাগিং নিয়ে। তো চলুন শুরু করা যাক...

ওয়ার্ডপ্রেস থিমঃ প্রাথমিকভাবে ওয়ার্ডপ্রেস থিমকে শুধু মাত্র সাইটের বা ওয়েব্লগের বাহিরের রূপ/অবয়ব/চেহারা বলা চলে। ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের টেমপ্লেট পরিবর্তন করার পরেও এটিকে শুধুমাত্র আপনার ওয়েব্লগের চেহারার পরিবর্তন হিসেবেই জানবেন। ওয়ার্ডপ্রেসের একটি টেমপ্লেট ব্যবহার করে আপনি আপনার সাইটের সব কনটেন্টকে আপনার ইচ্ছাধীন নিয়ন্ত্রন করতে পারেন।



একটি ওয়ার্ডপ্রেস থিম অনেকগুলো ফাইল ব্যবহার করে তৈরী হয়, যেগুলোর সমন্বয়ে আপনার সাইটে ব্যবহৃত থিমটি গ্রাফিকাল চেহারা পায়। যেমনঃ টেম্পলেটের জন্য প্রয়োজনীয় ইমেজ ফাইল। থিমটির কাঠামোকে ধরে রাখতে স্টাইল সীট(style.css) ফাইল, এবং এইচটিএমএল (.html) এবং পিএইচপি(.php) এর সমন্বয়ে ফ্যাংশনাল ফাইল।

এককথায়, ইমেজ, স্টাইল এবং ফ্যাংশনাল ফাইলের সমন্বয়ে আপনার ওয়েবসাইট/ওয়েব্লগ এর কনটেন্টকে পাঠক বা গ্রাহকের সামনে দৃষ্টিভঙ্গি করে উপস্থাপন করার জন্য ওয়েবসাইট/ওয়েব্লগ এর যে অবয়ব তৈরী করা হয় সেটাই থিম।

ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস-টি আপনার ডোমেইনে ইন্সটল করার পরপরই আপনি বাই ডিফল্ট যে থিমটি পাবেন সেটির নামঃ [Twenty Eleven](#)। ওয়ার্ডপ্রেসের আরও থিম দেখতে পারেন ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডিরেক্টরিতেঃ <http://wordpress.org/extend/themes/>

এছাড়া আরও থিম পাবেনঃ

<http://wordpressthemesbase.com/>

<http://freewordpressthem.es.com/>

<http://wptemplates.org/>

<http://freewpthemes.net/>

<http://wpskins.org/>

<http://wpcorner.com/>

<http://skinpress.com/>

ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য আপনি ২ ভাবে থিম ইন্সটল করতে পারেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Appearance>Themes) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে সার্ভারে আপলোড করে। এগুলো নিয়ে পরের পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংসঃ প্লাগিংস হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের এমন একটি টুলস যা কিছু নির্দিষ্ট ফাংশনাল কমান্ড ব্যবহার করে ইউজার এর কাজের চাহিদা পূরণ করে থাকে। আর ওয়ার্ডপ্রেস এর সফলতার এবং জনপ্রিয়তার জন্য প্লাগিংস এর অবদান সবচেয়ে বেশি। প্লাগিংস দিয়ে আপনি চাইলেই আপনার সাইটের পুরো কাঠামোকেই নিয়ন্ত্রন করে নিতে পারেন। আপনি চাইলে প্লাগিংস দিয়ে আপনার সাইটের লিখা/পোস্টগুলোকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেন।



এককথায়ঃ আপনি যেমনটা চাইবেন সেই ধরনের অসংখ্য প্লাগিংস ওয়ার্ডপ্রেসের প্লাগিংস ডিরেক্টরিতে খুঁজে পাবেনঃ <http://wordpress.org/extend/plugins/> । ওয়ার্ডপ্রেস থীমের মতো প্লাগিংসও অনেকগুলো ফাইল ব্যবহার করে তৈরী করা হয়, যা উপরে আলোচনা করেছি।

ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য আপনি প্লাগিংসও ২ ভাবে ইন্সটল করতে পারেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Plugin) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে সার্ভারে আপলোড করে। এগুলো নিয়ে পরের পোস্টে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১৪. থিম ইন্সটল ও পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত পর্বে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস থিম এবং প্লাগিংস নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস থিম ইন্সটল এবং পরিচালনা করার পদ্ধতি নিয়ে।

মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে আবারো বলছি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য আপনি ২ ভাবে থিম ইন্সটল করতে পারবেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Appearance>Themes) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস ডিরেক্টরিতে আপলোড করে।

চলুন ইন্সটল করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক...

১. আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের লগিন করে ড্যাশবোর্ডে আসুন। সেখানে থেকে Appearance> Themes ক্লিক করুন। নিচের চিত্র দেখুন...



২. Appearance> Themes ক্লিক করার পর আপনি নিচের পেজটি পাবেন। সেখানে ওয়ার্ডপ্রেস ইন্সটল করার পরপরই যে থিম সিলেক্ট করা থাকে সেটি প্রদর্শন করবে। এবং আরও কি কি থিম Available আছে তাও দেখাবে নিচের মতো... নতুন থিম ইন্সটল করতে Install Themes ট্যাবে ক্লিক করুন ...

Manage Themes **Install Themes** Help

Current Theme

Twenty Eleven 1.3 by the WordPress team

The 2011 theme for WordPress is sophisticated, lightweight, and adaptable. Make it yours with a custom menu, header image, and background — then go further with available theme options for light or dark color scheme, custom link colors, and three layout choices. Twenty Eleven comes equipped with a Showcase page template that transforms your front page into a showcase to show off your best content, widget support galore (sidebar, three footer areas, and a Showcase page widget area), and a custom "Ephemera" widget to display your Aside, Link, Quote, or Status posts. Included are styles for print and for the admin editor, support for featured images (as custom header images on posts and pages and as large images on featured "sticky" posts), and special styles for six different post formats.

OPTIONS: [Widgets](#) | [Menus](#) | [Theme Options](#) | [Background](#) | [Header](#)

Tags: dark, light, white, black, gray, one-column, two-columns, left-sidebar, right-sidebar, fixed-width, flexible-width, custom-background, custom-colors, custom-header, custom-menu, editor-style, featured-image-header, featured-images, full-width-template, microformats, post-formats, rtl-language-support, sticky-post, theme-options, translation-ready

Available Themes

Search Installed Themes [Feature Filter](#)

Twenty Ten

Twenty Ten 1.3 by the WordPress

৩. পরের পেজে ফিল্টারিং এর মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগরি এবং কীওয়ার্ড অনুযায়ী থিম অনুসন্ধান করতে পারবেন।

Manage Themes **Install Themes** Help

Search | Upload | Featured | Newest | Recently Updated

Search for themes by keyword, author, or tag.

Term Search

Feature Filter
Find a theme based on specific features

Colors

Black Blue Brown Gray Green
 Orange Pink Purple Red Silver
 Tan White Yellow Dark Light

Columns

One Column Two Columns Three Columns Four Columns Left Sidebar
 Right Sidebar

Width

Fixed Width Flexible Width

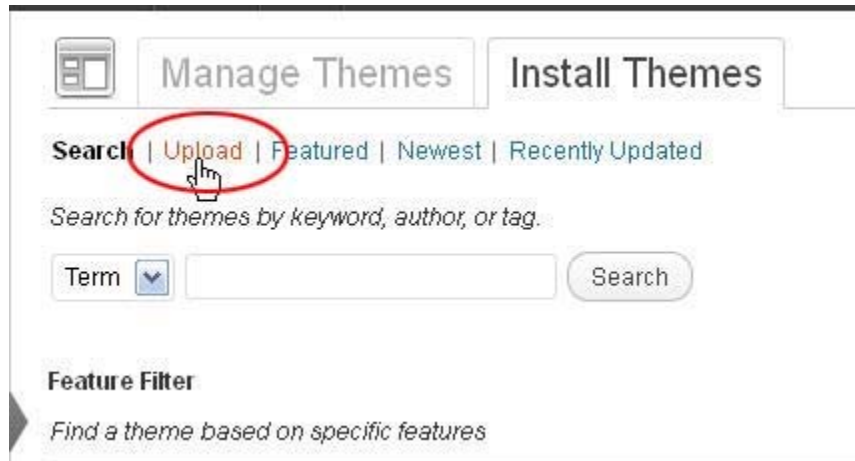
Features

Blavatar BuddyPress Custom Background Custom Colors Custom Header
 Custom Menu Editor Style Featured Image Header Featured Images Front Page Posting
 Full Width Template Microformats Post Formats RTL Language Support Sticky Post
 Theme Options Threaded Comments Translation Ready

Subject

Holiday Photoblogging Seasonal

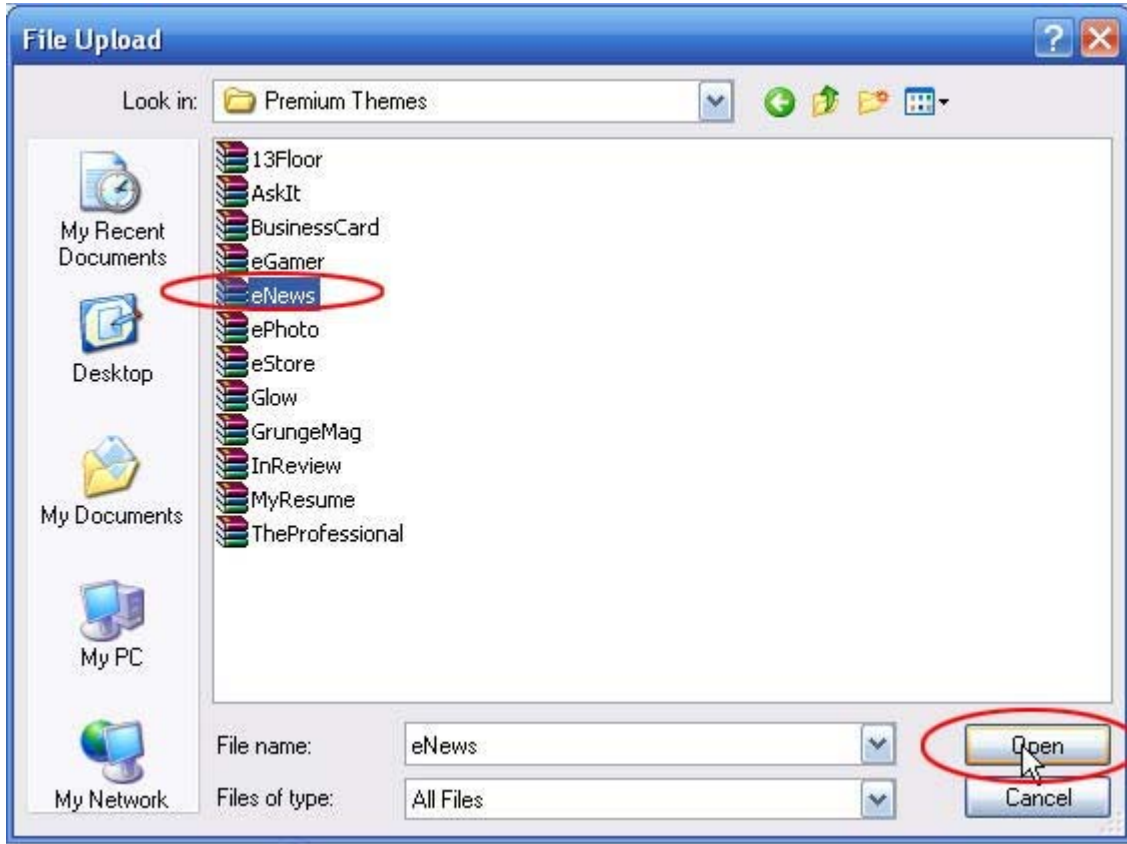
৪. ঐ পেজে থেকেই Upload এ ক্লিক করুন।



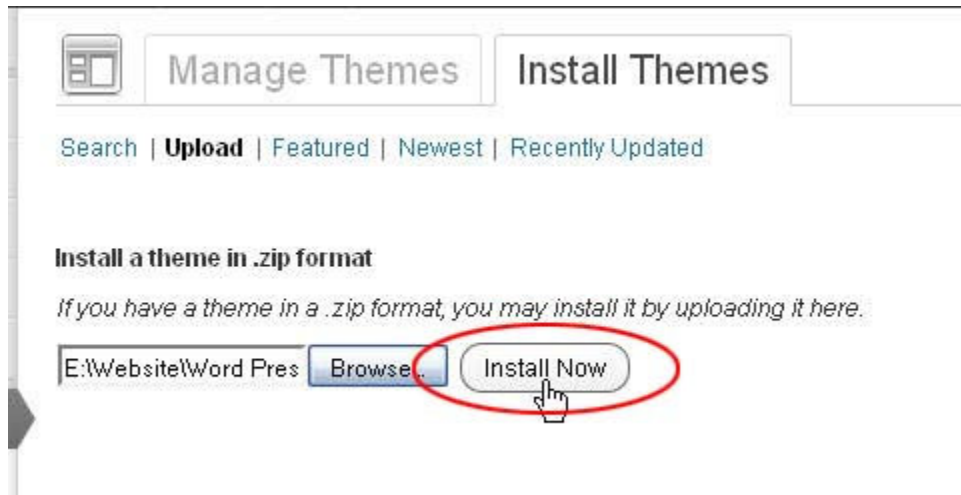
৫. এবার ব্রাউজ করুন থিম নির্বাচনের জন্য...



৬. আপনার হার্ডডিস্কের যেখানে থিম রয়েছে সেখানে থেকে থীমটি নির্বাচন করুন এবং Open ক্লিক করুন।



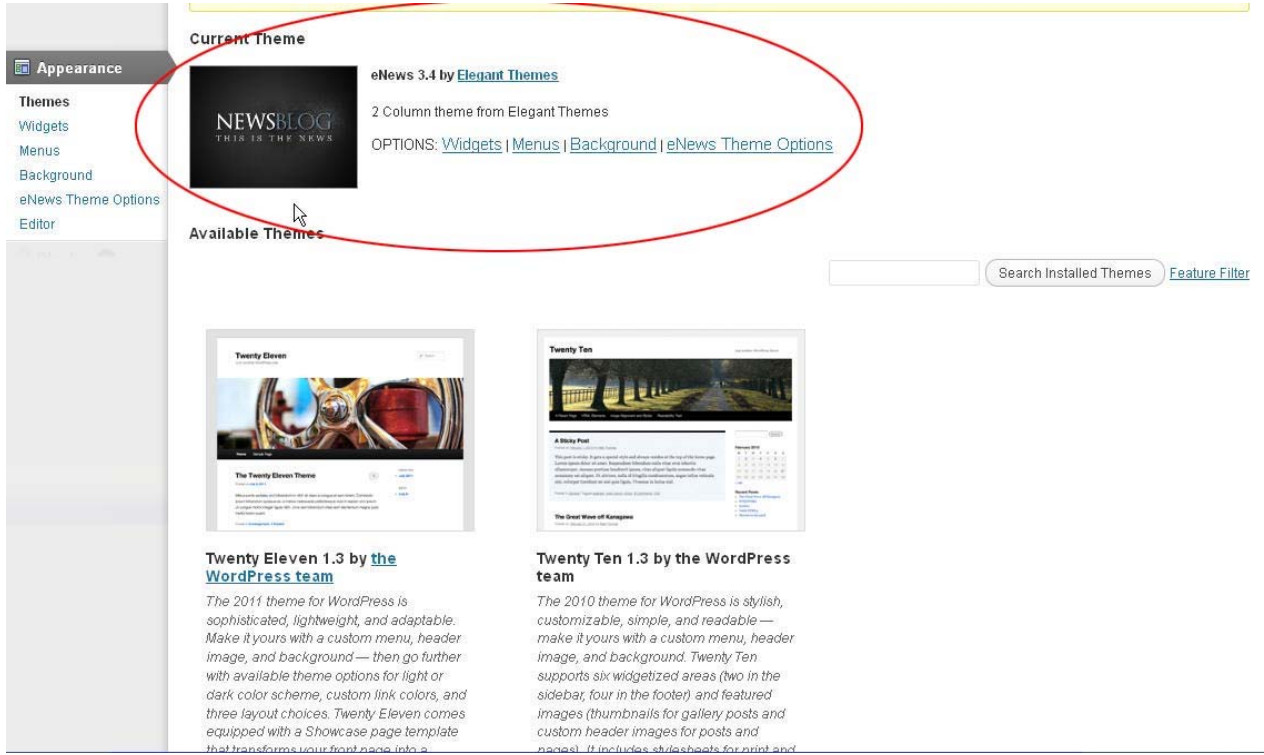
৭. এবার থীমটি আপনার সাইটের থিম ডিরেক্টরিতে ইন্সটল করার জন্য Install Now তে ক্লিক করুন।



৮. কিছুক্ষনের মধ্যে আপনার আপলোড করা থিমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনজিপ হয়ে সাইটের থিম ডিরেক্টরিতে ইন্সটল হয়ে যাবে। এবার থিমটিকে আপনার সাইটের জন্য এন্টিভেট করার পালা। Activate করার আগে সেই থিমটি আপনার সাইটে দেখতে কেমন হবে সেটা দেখার জন্য Activate এর পাশের Preview তে ক্লিক করুন। দেখা শেষে Activate এ ক্লিক করুন।



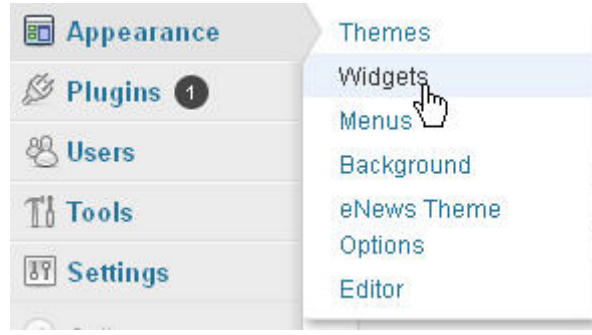
৯. এবার সাইটের ড্যাশবোর্ডে আপনার সদ্য ইন্সটল করা থিমটি দেখাবে। নিচের মতো...



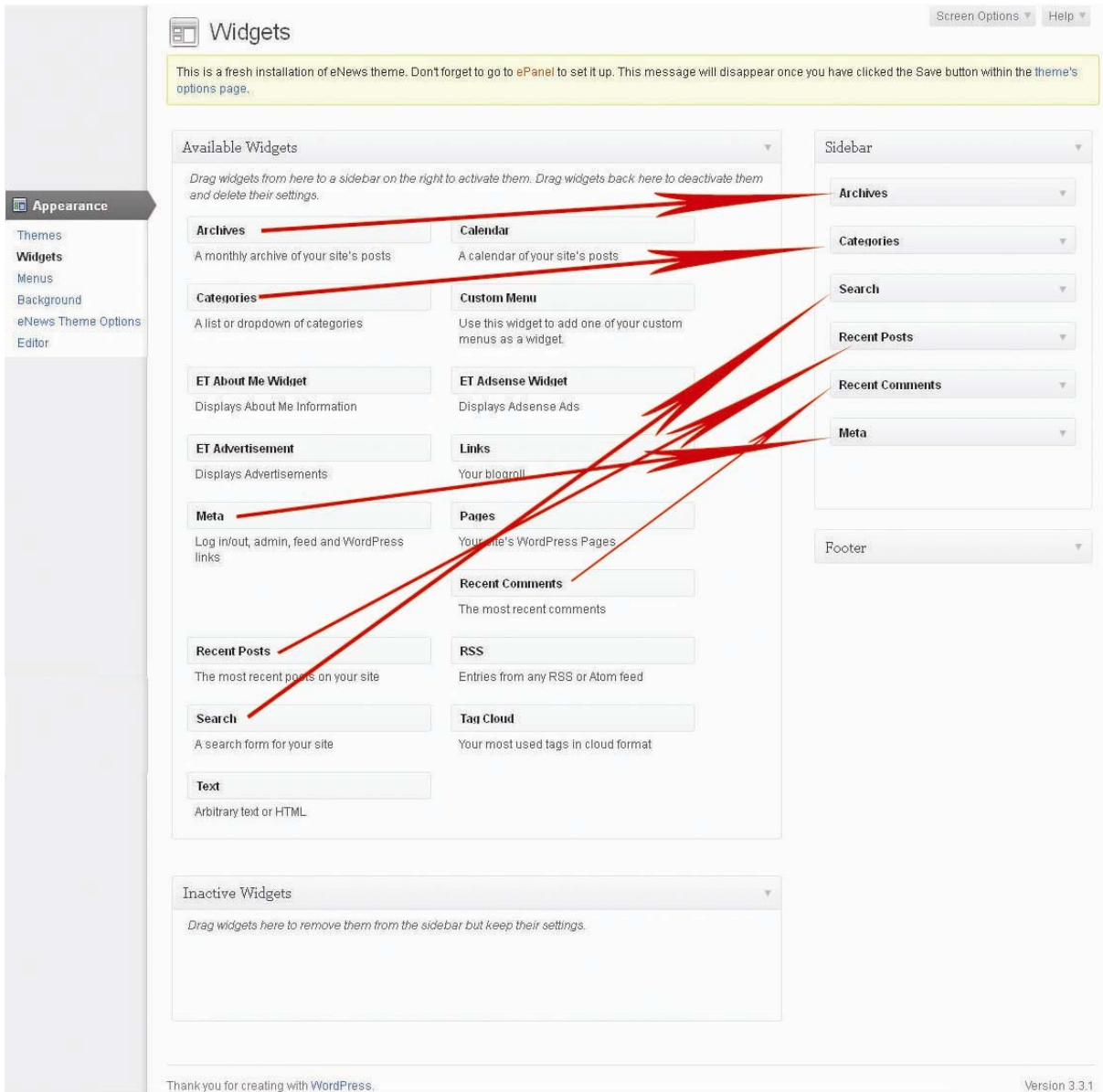
নোটঃ আপনি থিম এক্টিভেশন এর পর সাইটে ব্রাউজ করে দেখবেন আপনার সাইটে থিম ঠিকমতো প্রদর্শন করছে কিনা। আপনি যে থিমটি ইন্সটল করবেন সেটা এই টিউটোরিয়ালের থিমের সাথে যে মিলতেই হবে এমনটা বাধ্যতামূলক না। তাই, থিমের সাথে মিল না খুঁজে টিউটোরিয়ালের বিষয়বস্তুর সাথে আপনার কাজের মিলগুলো লক্ষ করুন। :-)

চলুন এবার আমাদের সাইটের সাইডবারে আরও তথ্য প্রদর্শনের জন্য কিছু উইজেট(গ্যাজেট) যুক্ত করি...

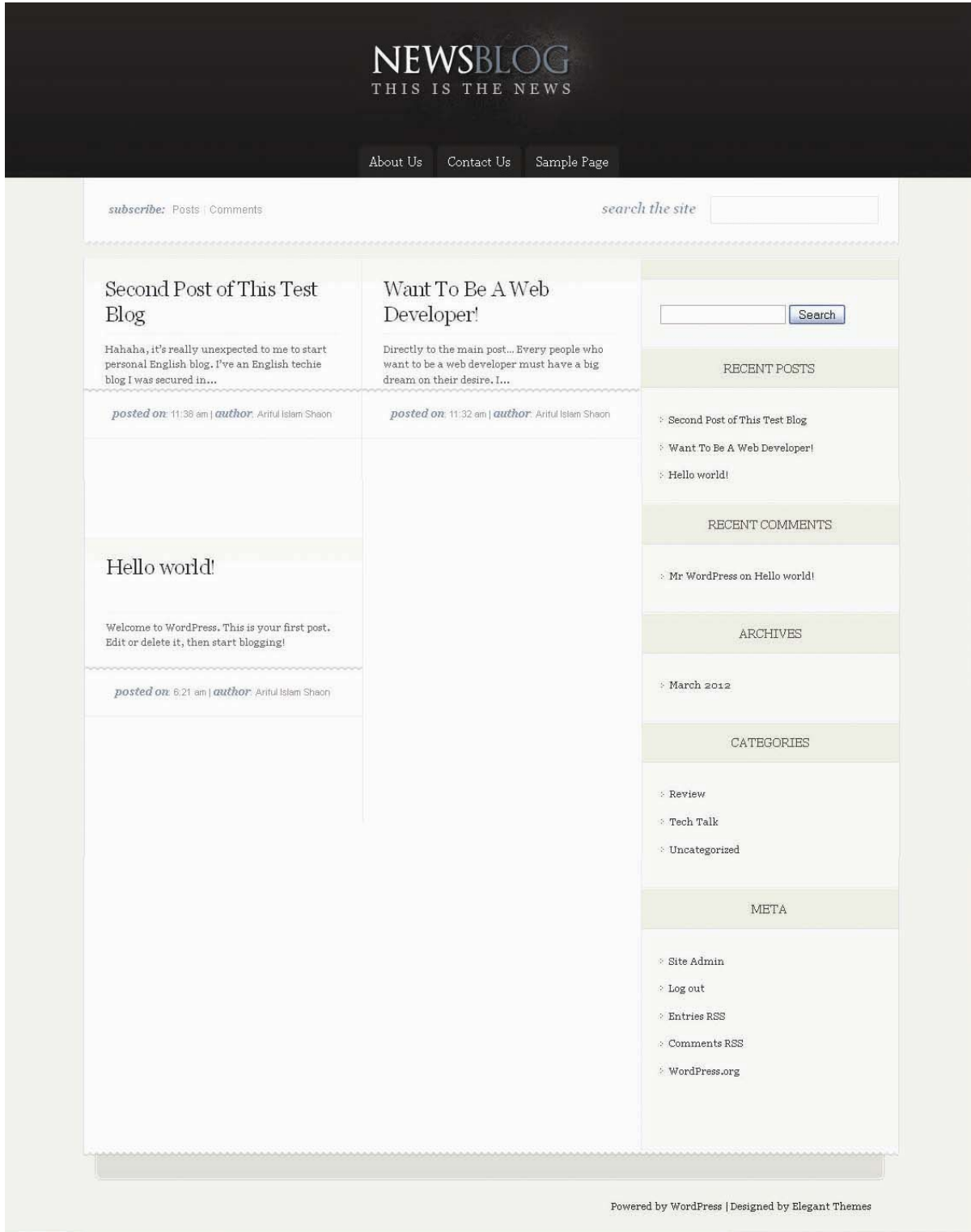
১০. ড্যাশবোর্ডের Appearance > Widgets এ ক্লিক করুন...



১১. Widgets এ ক্লিক করার পর নিচের মতো পেজ পাবেন। সেখানে থেকে আপনার প্রয়োজন মতো সাইডবার উইজেটগুলো ড্রাগিং-ড্রপিং এর মাধ্যমে সাইডবার সেকশনে যুক্ত করুন নিচের মতো। যুক্ত করার সাথে সাথে সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ হয়ে যাবে।



১২. আপনার প্রয়োজন মতো সাইডবার উইজেটগুলো ড্রাগিং-ড্রপিং এর মাধ্যমে সাইডবার সেকশনে যুক্ত করা হয়ে গেলে এবার আপনার সাইটের ইউআরএল ব্রাউজ করুন। সব ঠিকঠাক থাকলে আপনার সাইট নিচের মতো(আপনার থিম অনুযায়ী) প্রদর্শন করবে।



১৫. প্লাগিংস ইন্সটল ও পরিচালনা!

ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। গত ২ পর্ব আগে সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলাম ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস ইন্সটল এবং পরিচালনা করার পদ্ধতি নিয়ে।

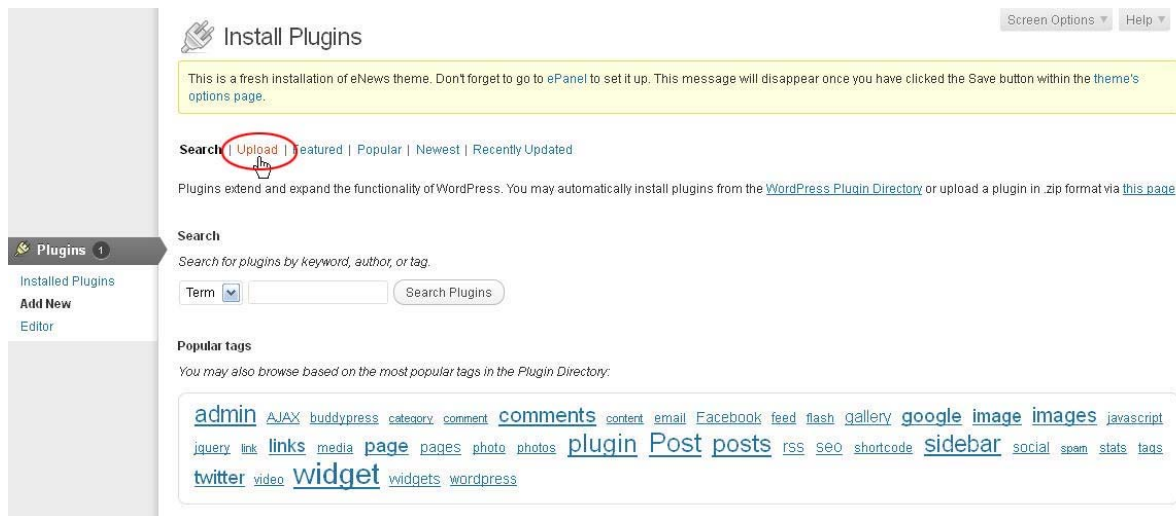
মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে আবারো বলছি ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য ২ ভাবে প্লাগিংস ইন্সটল করতে পারবেন- ১. সরাসরি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড (Plugging) থেকে এবং ২. এফটিপি সফটওয়্যার দিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগিংস ডিরেক্টরিতে আপলোড করে।

চলুন ইন্সটল করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক...

১. আপনার ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের লগিন করে ড্যাশবোর্ডে আসুন। Plugging সেকশন থেকে Add New ক্লিক করুন। নিচের চিত্র দেখুন...



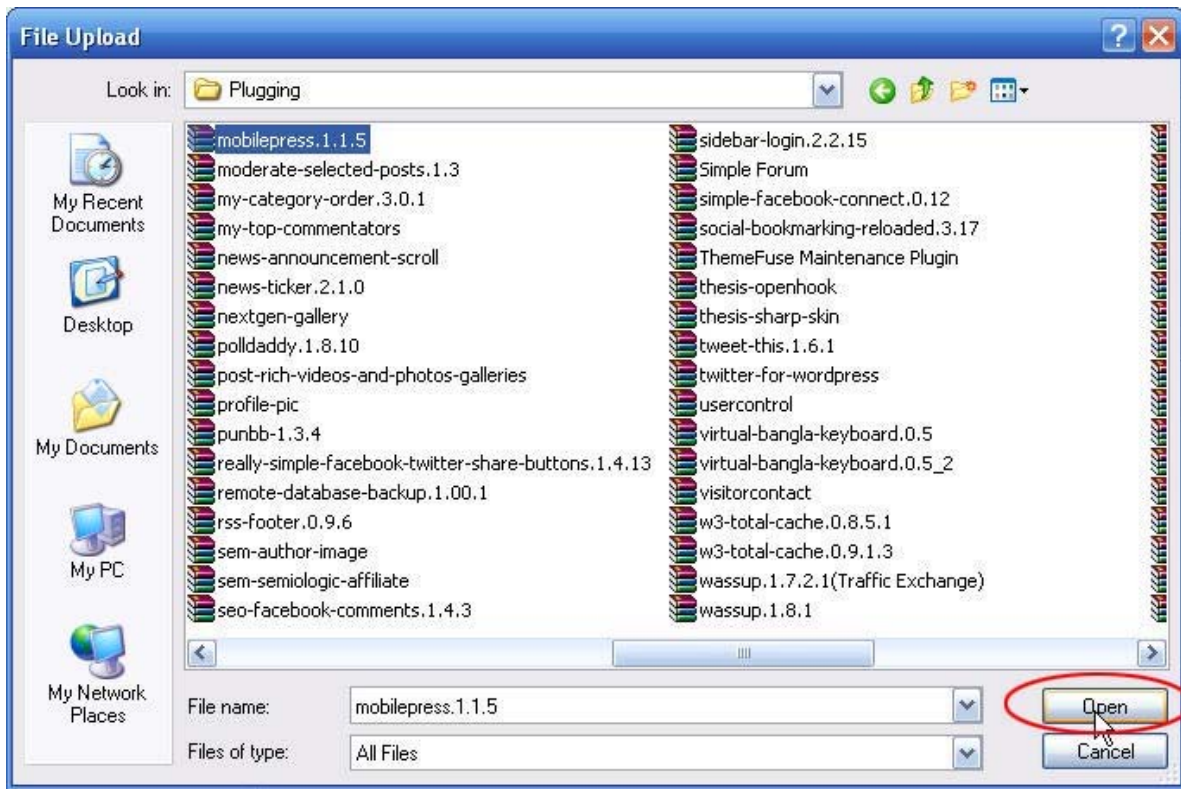
২. Add New ক্লিক করার পর নিচের প্লাগিংস আপলোডের পেজটি আসবে... Upload এ ক্লিক করুন। নোটঃ আপনি চাইলে এখানে থেকে আপনার সাইটের জন্য প্লাগিংস সার্চ করে বের করে নিতে পারেন ট্যাগ অনুযায়ী।



৩. প্লাগিংস আপলোডের জন্য Browse (ব্রাউজ) করুন...



8. Browse (ব্রাউজ) ক্লিক করার পরে নিচের মতো File Upload বক্স পাবেন। সেখানে থেকে আপনার প্রয়োজনীয় প্লাগিংটি সিলেক্ট করুন...আমি এখানে mobilepress 1.1.5 নামের প্লাগিংটি সিলেক্ট করে Open করলাম। mobilepress প্লাগিংটি আপনার সাইটকে মোবাইল থেকে পরিস্কারভাবে দেখার জন্য ইন্সটল করে নিতে হয়। কারণ বর্তমান ইন্টারনেট বিশ্ব কোন অংশে পিছিয়ে নেই। মোবাইল থেকেও হাজার হাজার ভিজিটর বিভিন্ন সাইট ভিজিট করে প্রতিনিয়ত।

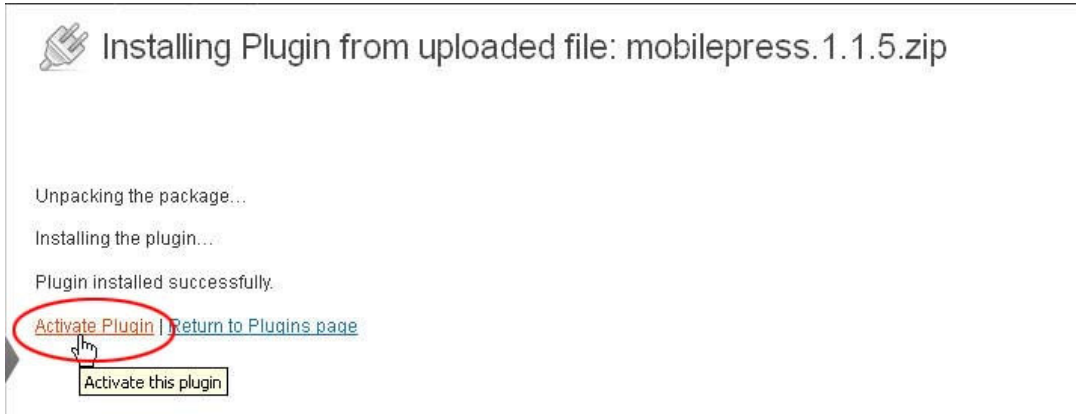


৫. ওপেন হওয়ার পড়ে প্লাগিংটি আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ডিরেক্ট্রিতে ইন্সটল করার জন্য Install Now বাটনে ক্লিক করুন...

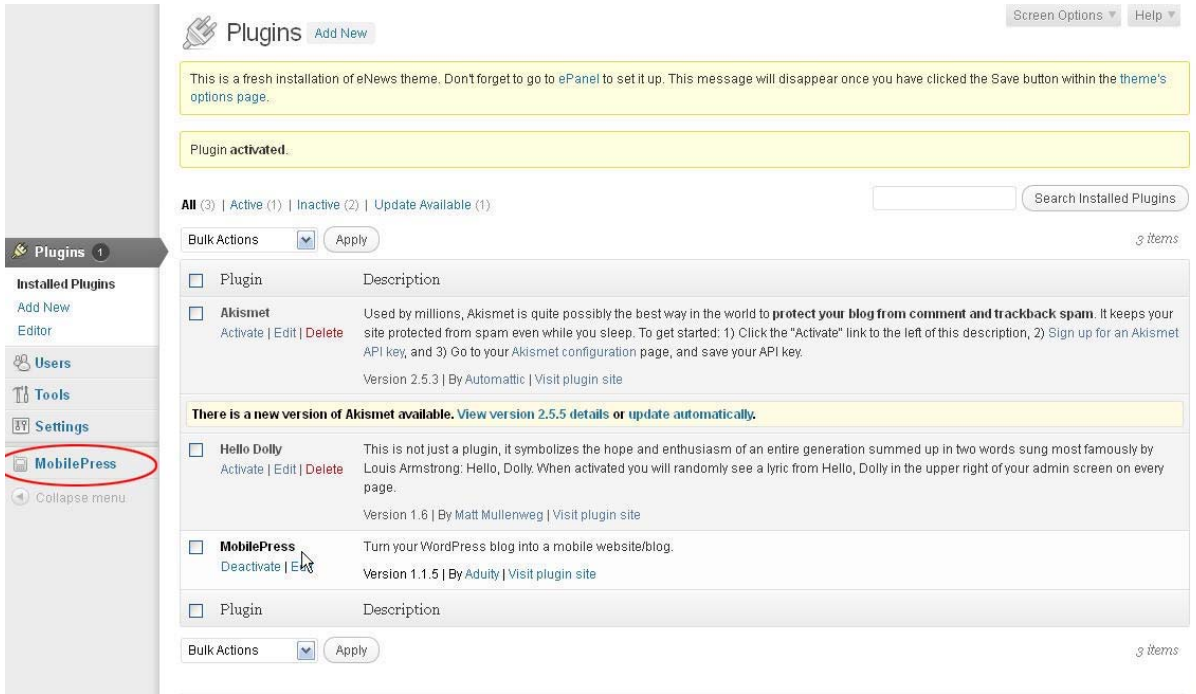


এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন... ওয়ার্ডপ্রেস থীম এবং প্লাগিং ইন্সটালেশন পদ্ধতি ২/১ জায়গায় ছাড়া একই রকম। :-)

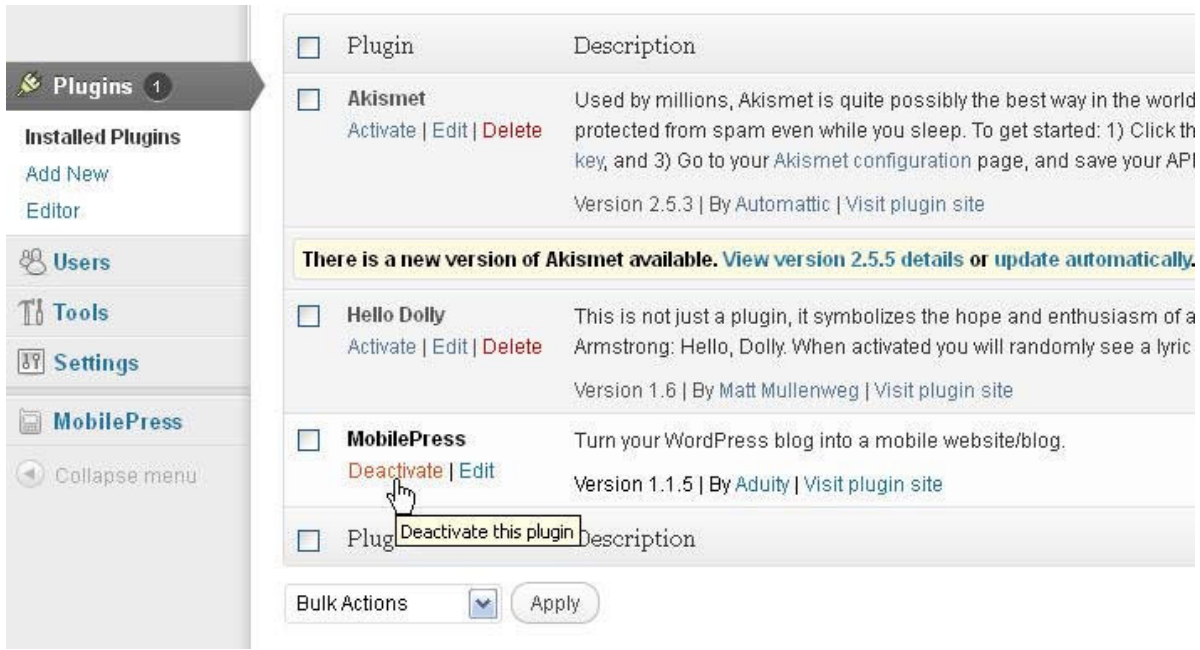
৬. ইন্সটল শেষে প্লাগিংটি Activate(এক্টিভেট) করুন...



৭. প্লাগিংটি এক্টিভেটের সাথে সাথে আপনাকে All Pluggings পেজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ে যাবে... সেখানে থেকে আপনি আপনার সাইটে আরও অনন্য যে প্লাগিংসগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারবেন। যাহোক, আমি mobilepress নামের যে প্লাগিংটি ইন্সটল করেছি সেটি আলাদাভাবে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো ড্যাশবোর্ডের Settings এর নিচে MobilePress সেটিং থেকে। তবে আপনি যদি কোডিং এ দক্ষ না হন তবে এখানে হাত দিতে যাবেন না। কারণ, বাই ডিফল্ট যেভাবে আছে সেটা দিয়েই কাজ চালানো সম্ভব। প্লাগিংটি এক্টিভেট হলে মোবাইল দিয়ে আপনার সাইটটি ব্রাউজ করে দেখুন।



৮. এবার কোন কারণে যদি আপনি প্লাগিংটি ডিএক্টিভেট(নিষ্ক্রিয়) করে রাখতে চান। সেটা যেকোনো প্লাগিং-ই হতে পারে। তাহলে শুধু মাত্র আপনার প্লাগিং এর নামের নিচের থেকে Deactivate ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটি দেখুন...



৯. ডিএক্টিভেট(নিষ্ক্রিয়) প্লাগিং এক্টিভেট(সক্রিয়) করতে হলে একই ভাবে শুধু মাত্র আপনার প্লাগিং এর নামের নিচের থেকে Activate ক্লিক করুন। নিচের ইমেজটি দেখুন...

